www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

অমর ২১

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৭ ফাল্গুন – ১৩ ফাল্গুন, ১৪২২ ঃ ২০ ফেব্রুয়ারি – ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 17, 20 February - 26 February, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে সভা করে দেশদ্রোহিতার

অভিযোগে জেএনইউ ক্যাম্পাস থেকে গ্রেপ্তার হল সিপিআই-এর ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার। যথারীতি শুরু হয়েছে রাজনীতি।

রবিবার : মহা ধূমধামের সঙ্গে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হল বিদ্যা-

বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী পুজো। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুই পরীক্ষার মাঝে বাগদেবীর আরাধনা এবারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সোমবার : ক্ষিপ্ত শোকাতুর পরিবার পরিজনদের আক্রমণের সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কিভাবে

পরিস্থিতি সামলাবেন, এড়াবেন হাতাহাতি মারামারি বা ভাঙচুরের মত ঘটনা তা শেখাতে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ হল পিজি হাসপাতালে। এ এক সময়োচিত অভিনব উদ্যোগ।

মঙ্গলবার : রাস্তায় ট্রাক লরি থামিয়ে পুলিশ প্রকাশ্যে হাত পেতে

তোলা তোলে। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এর জেরে তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়েতে ৪ শিশুকে পিষে দিল এক লরি। অভিযোগ, বিক্ষোভ, পুড়ল পুলিশের গাড়ি। মর্মান্তিক।

বুধবার : অবশেষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেন

অভিযোগ, বিক্ষোভে ক্লান্ত উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্ত।

বৃহস্পতিবার : জেএন ইউয়ের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দেশদ্রোহী স্লোগানের শ্যাওলায় পিছলে গেল যাদবপুরের প্রতিবাদ। হিরো হওয়ার বদলে ভিলেন বনে যাওয়া

যাদবপুরীরা এখন এসিভিপি-র প্রতিবাদের মুখে।

শুক্রবার : স্কুলের ছোটদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে অ্যাপ

চালু করছে খড়্গপুর আইআইটির ছাত্ররা। সমাজের দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা দেখাল খড়্গপুর। শিখুক অন্যরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের জাগছে সর্বনাশা অতি বিপ্লবিয়ানা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী সরকারের প্রচার বিষয়ক মন্ত্রী সোয়েবেল বলেছিলেন, যখন কারো মুখে সংস্কৃতির কথা শুনি তখন বন্দুকের নল নিয়ে তার কাছে পৌঁছে যাই। ভারতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা এবং রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তা মনে করিয়ে দিচ্ছে সংস্কৃতি নয় বন্দুকই শিক্ষার পীঠস্থান সুরক্ষার ঢাল। শুধু পুলিশ প্রশাসনকে দোষারোপ করলে তা একপেশে মনোভাবের পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা অতি বামপন্থার মোড়কে রাষ্ট্রদ্রোহের ইন্ধন যোগালে আর যাই হোক শিক্ষা সংস্কৃতির মুক্ত বিকাশ হয় না। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চলছে প্রতিবাদের নামে শিক্ষার ভ্রষ্টাচার। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষকরা জনগণের করের টাকায় মাস পয়লা মোটা মাইনে লুঠে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে। তারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্দোলনের নামে ছাত্র রাজনীতির হঠকারিতাকে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে। এই অতি বামপন্থী ছাত্র শিক্ষকরা ভুলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্ররাও পড়তে আসে। ভারতে বর্তমানে ৭২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন পঠন পাঠনের জন্য কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হয়। ছাত্র রাজনীতির নামে ক্লাস বয়কট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ মূলক কার্যকলাপে ছাত্রদের উস্কে দিলে রাষ্ট্র কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? আবেগকে প্ররোচিত করার জন্য আমাদের কণ্ঠে বা লেখায় এমন সব অর্বাচীন যুক্তি খাঁড়া করি যাতে করে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় অন্যায় আপেক্ষিক কাজও সঠিক কাজ। কিছু বুদ্ধির ব্যাপারি ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরা একযোগে এই অন্যায় কাজকে সমর্থন করে। দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই কদর্য রাজনীতি করা হয়েছে। যার বলি বিহারের প্রান্তিক কৃষক পরিবারের গবেষক ছাত্র কানহাইয়া কুমার। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর শাস্তি মকুব করতে পারবে কি কংগ্রেস-বামপন্থী রাজনৈতিক দল বা জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জামাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা? তারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন, মাঝ পথে সরে পড়বেন না তো। জেএনইউ কান্ড নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৯ ফেব্রয়ারি আফজল গুরুর ফাঁসির প্রথম বার্ষিকী পালনের নামে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতারা ঘোষণা করে সারা দেশে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে এবং আফজল গুরুর

ফাঁসির বিরুদ্ধে সহানুভূতির ফায়দা তুলবে। জেএনইউতে ৮০-১০০ জন ছাত্র রয়েছে যারা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে। তারা চেয়েছিল জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাওবাদী ছাত্র সংগঠন ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থনে ছাত্রদের সংগঠিত করতে। প্রসঙ্গত ১৯৯০-এর দশকে জেএনইউতে মাওবাদী নকশাল সংগঠনটি গড়ে তুলেছিল প্রয়াত চন্দ্রশেখর প্রসাদ। গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী অমর খালিদ অনির্বান ভট্টাচার্য রিয়াজুল হক, রুবিনা সইফিদের সক্রিয়তায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করে প্রচার শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশকে যদি রাষ্ট্র বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি নিজেদের ভারত বিরোধিতার ডেরায় পরিণত করতে চায় রাষ্ট্র নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এমনকি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে গেলে নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলতে হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদের ভাষা এবং পথ এমন হবে না যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর স্থিতাবস্তার ক্ষেত্রে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কারো কারো কাছে মনে হতে পারে ভাতের মধ্যে পোকা থাকলে তার প্রতিবাদী আন্দোলন তো হবেই। এই খয়ের খাঁ বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন, যে প্রতিষ্ঠানে থেকে অতি বামপন্থা বা র‍্যাডিক্যালাইজেন্সন কে সমর্থন করার নামে দেশদ্রোহের অপব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করছেন সেই সংস্থার খাবারে পোকা পড়লে প্রতিবাদের বাকশক্তি থাকে তো? দিল্লি পুলিশ কানহাইয়া কুমারের নেতৃত্বে আফজল গুরুর ফাঁসীর প্রথম বার্ষিকীতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৮০-৯০ জন ছাত্রের জমায়েত হয়েছিল তা তাদের এফআই আর বা ফাস্ট ইনফরমেশন রিপোর্টে উল্লেক করে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে জমা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও এই এফআইআর-এর কপি জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে। জেএনইউ ছাত্র সংসদের সৌরভ কুমার ভার্মা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি পোস্টার দিয়েছিল। পোস্টারের সামনে লেখা ছিল, "The Country without a post office. The struggle of people against power is struggle of memory against forgetting". পেছনের দিকে লেখা ছিল, Against the Brahmanical collectine conslience against the judicial killing of Afzal Guru and Maqbool Bhat in solidarity with struggle of Kashmiri people for their democrateic right to self determination we invite you for a cultural evening of protest with poets, artists, singers, writers, students, cultural activitists. এই মিটিং-এর আধঘন্টা বাদে বিকাল ৫টায় সবরমতী ধাবায় এক ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই ছবিগুলি ছিল কাশ্মীরে মানুষের সংগ্রাম সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্য নিরাপত্তা অফিসার এক চিঠিতে বসন্ত কুঞ্জের (উত্তর) থানায় অভিযোগ করেছিল ভারত বিরোধী কার্যকলাপ, সংবিধান ও দেশ বিরোধী শ্লোগান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুরু হয়। এফআইআর কপিতে অনির্বান, অঞ্জলি, অন্বেষা, অস্বতি, ভাবনা, কমল, রায়েজরা দেশ বিরোধী শ্লোগান তুলেছিল। আফজল কী ইতনা নেহি রয়োবা, নেহি রয়োবা, কিতনে আফজল মরেগি, ঘর ঘর মে আফজল নিকলেগি। হক হামারা আজাদী। লড়কে লেঙ্গে আজাদী, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কোর্টের কাছে লিখিত বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছে কানহাইয়া কুমার তিনি দেশবিরোধী ভাষণ না দিলেও জেএনইউ ক্যাম্পাসে কিছু ছাত্র দেশবিরোধী সংবিধান বিরোধী শ্লোগান দিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

সরঞ্জামের গুণমান না বেআইনি দোকান

অভিযোগ আর বিতর্কে রাস্তা নির্মাণ বিপাকে

মেহেবুব গাজি, পাথরপ্রতিমা: রাস্তার কাজে গুণমান ঠিক নেই এই অভিযোগে পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুরের বিক্ষোভ শুরু করেছেন এলাকার কিছু স্থানীয় বান্দি। প্রধান মন্ত্রী প্রকল্প সড়ক যোজনায় যুধিষ্ঠির জানার ঘাট থেকে ত্রিপাঠী ঘাট এলাকা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তার ইট থেকে পিচের হচ্ছে। রাস্তার মান ছাড়াও ব্রজবল্লভপুরে বাজারে একটি কালভার্ট তৈরি ঘিরে শুরু হয়েছে শাসক দলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঝামেলা, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ কাজের মান একেবারে খারাপ। গত সপ্তাহে পঞ্চায়েত দফতর ঘেরাও করা হয়েছিল। কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করলে ঝামেলা হয় দুপক্ষের মধ্যে। সব রাস্তায় পিচের স্তর প্রায়ই পড়ছে না বলে অভিযোগ। বাজারে কালভার্ট সরকারি মাপ অনুসারে হচ্ছে না। রাস্তার জন্য তৃণমূল সমর্থকদের দোকানপাট ছাড়া অন্যসব দোকান তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল দোকানগুলো যেরকম থাকার সেরকমই থাকছে। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি খোকন দাসের পাল্টা অভিযোগ প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করতে চাইছিল না কেউ। অনেক কষ্টে কাজ শুরু হয়েছে। কালভার্ট তৈরিতে এক আধটুকু ভুলত্রুটি হতে পারে।

তা আলোচনা করে মেটাতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করে দিতে আসছে বার বার। আর কালভার্ট লাগোয়া যে দোকান না সরানোর অভিযোগ সেই দোকানের ভিতর দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজের গুণমান খারাপ হলে

ইঞ্জিনিয়াররা যাচাই করুক। দুই তরফে পাথরপ্রতিমা বিডিওর কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। বিডিও কিশোরকুমার বিশ্বাস জানান, অভিযোগগুলি তিনি জেলার কর্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক বলেন, এসব আন্দোলন আসলে অজুহাত। দীর্ঘদিন ধরে এখানে সিপিএমের পঞ্চায়েত চলছে। বহুদিনের আটকে থাকা রাস্তা মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়পত্রে শুরু হয়েছে। তাতেই গাত্রদাহ সিপিএমের। তিনি বলেন আসলে কালভার্টের এক সিপিএম সমর্থক রাস্তা দখল করে বেআইনীভাবে দোকান করায় রাস্তা ছোট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার কাজের জন্য সেই রাস্তা সরাতে বলতেই বিপত্তি বেধেছে।

সরঞ্জামের গুণমান নিয়ে আন্দোলন তারই ফল। পর পর আরও পাঁচটা রাস্তা হয়েছে। কোথাও কোন অভিযোগ ওঠেনি। এখানে উন্নয়নের জ্বালায় জ্বলছে সিপিএম। তবে প্রশাসনের তরফে সভা ডাকা হয়েছে। দোকান সরিয়ে রাস্তার শেষ অংশ শীঘ্রই নির্মাণ হবে। মানুষকে উন্নয়নের সুফল দিতে মা-মাটি-মানুষের সরকার বদ্ধপরিকর।

তৃণমূল কর্মী খুনে ৭ পলাতক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নোদাখালী থানার পূর্ব পোয়ালী গ্রামে এক ক্লাবকে কেন্দ্র করে সওকত মোল্লা নামে এক তৃণমূল কর্মী আক্রান্ত হয়েছিল সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতি দ্বারা। পরদিন ওই তৃণমূল কর্মী মারা গেলে এলাকায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পীকার সোনালী

নোদাখালী থানা

গুহ দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকায় একাধিক সভা করেন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষয়টি নিয়ে তৎপর হন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নোদাখালি থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার নেতৃত্বে পলাতক ৮ জন দুষ্কৃতিদের মধ্য থেকে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে মূল অভিযুক্ত হাবিবুর সেখের ভাই হামিদুল শেখ গ্রেপ্তার হয়েছে। বজবজ-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেরিতে হলেও দুষ্কৃতিরা ধরা পড়েছে এটাই বড় কথা। মূল অভিযুক্তকেও আশাকরি পুলিশ শীঘ্রই গ্রেপ্তার করবে।

সওদাপাড়া সীমান্তরক্ষীদের উদ্বেগের বিষয়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পর্কে সরকার এবং প্রশাসন যতই নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে বাগাড়ম্বর করুকনা কেন, তা কেবল কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহলে। এর প্রধান কারণ, সীমান্তের বৈচিত্র্য। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই সীমান্ত-বৈচিত্র্য দেখলে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারও অবাক বিস্ময়ে বলতেন, 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই সীমান্ত।' বনগাঁ থেকে বসিরহাট পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার ভৌগলিক বৈচিত্র রীতিমত অবাক করার মত। কোথাও নদী দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। আবার কোথাও সেই নদীই ঢুকেছে বাংলাদেশের মধ্যে। কোথাও বা সেই একই নদী ঢুকেছে ভারতে। আবার কোথাও আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণকারী কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে ভারতের গ্রাম তথা জনপদ। যার মধ্যে অন্যতম বাগদা সীমান্তের মামা-ভাগ্নে বিএসএফ ক্যাম্পের সংলগ্ন নওদাপাড়া গ্রাম। যে গ্রামটির ভৌগলিক অবস্থান ভারতের সীমান্ত নির্ধারণকারী কাঁটাতারের ওপারে। অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে। এই গ্রামটির মত এই এলাকার আরও দুটি গ্রাম হল ইন্ডিয়াপাড়া ও পদ্মপুকুর। যে গ্রাম তিনটির পিছনে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে নেই কোনও কাঁটাতার বা সীমান্ত নির্ধারণকারী বেড়া। ফলে এই গ্রামগুলি বাংলাদেশের একেবারে হাতের মুঠোয়। এর মধ্যে ইন্ডিয়াপাড়া ও পদ্মপুকুর গ্রাম দুটি ভারতের সীমান্তের কাঁটাতার থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করছে। কিন্তু নওদাপাড়া গ্রামটির অবস্থান কাঁটাতার ঘেষেই। আর এই গ্রামটিই হল সীমান্তরক্ষীদের মাথা ব্যথার প্রধান কারণ।

বাগদার মামা-ভাগ্নে ক্যাম্পের কাছে সীমান্ত কাঁটাতারের বাইরে নওদাপাড়া গ্রামটির ভৌগলিক অবস্থানই বলে দিচ্ছে, গ্রামটির সঙ্গে বাংলাদেশের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই গ্রামটিকে কেন কাঁটাতারের বাইরে রাখা হয়েছে? আসলে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে ১৫০ মিটারের দূরত্বে কেউ কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্মাণ করতে পারবে না। ভারতের এই নওদাপাড়া গ্রাম থেকে বাংলাদেশের সামানার দূরত্ব ১৫০ মিটারেরও কম। ফলে এই গ্রামের সঙ্গে যোগাগের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম। যার একটি বিএসএফ বন্ধ করে রেখেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এ বিষয়ে বিএসএফ

উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা সীমান্ত

● কোথাও নদী দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। আবার কোথাও সেই নদীই ঢুকেছে বাংলাদেশের মধ্যে।

● বাগদার মামা-ভাগ্নে ক্যাম্পের কাছে সীমান্ত কাঁটাতারের বাইরে নওদাপাড়া গ্রামটির ভৌগলিক অবস্থানই বলে দিচ্ছে, গ্রামটির সঙ্গে বাংলাদেশের একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

● 'গ্রামবাসীরা একটি গেট-এ ভোটার কার্ড দেখিয়ে এন্ট্রি করে অন্য গেট দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে নজর রাখার সমস্যা হয়ে যায়।'

শেষে কোনও সীমান্ত কাঁটাতার লাগানো যায়নি। শুধুমাত্র ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে একটা ছোট বেড়া দেওয়া আছে। গ্রামবাসীদের যাতায়াতের জন্য দুটি গেট করা আছে। যে দুটি হল, এই গ্রামের বাসিন্দাদের ভারতের মূল ভূখন্ডের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'গ্রামবাসীরা একটি গেট-এ ভোটার কার্ড দেখিয়ে এন্ট্রি করে অন্য গেট দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে নজর রাখার সমস্যা হয়ে যায়।' এমনিতেই এই গ্রামের থেকে বাংলাদেশ একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকায়, এই গ্রামটি ছিল চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। যদিও ইদানিংকালে তাতে অনেক রাশ টানা গিয়েছে বলে স্থানীয় ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার অরুণ পন্থের দাবি। তিনি বলেন, 'আমি এসেছি এক বছরও হয়নি। আমি শুনেছি নওদাপাড়া গ্রাম দিয়ে গরু পাচার, নেশার ওষুধ, সোনা ইত্যাদি পাচার হত। কিন্তু আমি এসে গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা করেছি, তাদের বুঝিয়েছি। গ্রামের ছেলেদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়মিত খেলাধূলো করে সম্পর্ক গড়েছি। বিপদে আপদে পাশে থাকি। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, ক্যাম্প থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ দেওয়া, এসব করি। এখন চোরাচালান সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও এখনও দু'একজন যে করেনা তা নয়। তবে কড়া নজরদারি চালাই।'

গ্রামবাসীরা জানালেন রাত বিরেতে কেউ অসুস্থ হলে বিএসএফ গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। এভাবে অন্তঃসত্ত্বা, আত্মহত্যা করতে গিয়ে জখম এক গৃহবধূরও প্রাণ বাঁচিয়েছে বিএসএফ। গ্রামবাসীদের এই বর্ণনা অরুণ পন্থের উদ্যোগের সাফল্যকেই বিশেষিত করে। যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে এই গ্রামের সম্পর্ক জওয়ানদের সর্বদা তটস্থ করে রেখেছে। সন্ধ্যার পর বাংলাদেশ থেকে এই গ্রামে কেউ এলে বা গেলে নজর রাখা সম্ভব হয় না। অনেকের আত্মীয়স্বজন, বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি রয়েছে বাংলাদেশে। এমনকি এই গ্রামের কিছু শিশুও বাংলাদেশের স্কুলে পড়ে বলে শোনা যায়। কারণ ভারতের দিকে স্কুলের দূরত্ব হাঁটাপথে কমপক্ষে প্রায় চল্লিশ মিনিট। আর বাংলাদেশের স্কুল প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে। তার উপর ভাষা, রীতিনীতি আদপ কায়দা, ধর্ম-বর্ণে মিল থাকায় বাংলাদেশের স্কুলে পড়াটা অসম্ভব নয় বলে জওয়ানদের একাংশের দাবি। এছাড়া অন্যান্য সীমান্তের মত এই সীমান্ত চুরি-ডাকাতির ঘটনার উদাহরণও নেই। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে এই গ্রামের সম্পর্ক মধুর। ফলে নওদাপাড়া সীমান্তরক্ষীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।

স্কুল সার্ভিসের মাধ্যমে ১৮,২০৩ শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগ হতে চলেছে

কোন বিষয়ে কোন যোগ্যতা দরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুল, জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে অনার্স/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্যাটেগরিতে ১৫,৯৪৭ জন, কর্মশিক্ষা বিষয়ে ১,০১৯ জন ও শরীরশিক্ষা বিষয়ে ১,২৩৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নেওয়া হচ্ছে। এবার এই পরীক্ষা দেওয়া হবে 1st State level Selection Test (SLST) এর মাধ্যমে। এই পদের মেমো নং : 110/6602(EX–117)/CSSC/ESTT/2016, Dated 08–02–2016 মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট কিংবা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই SLST'র জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপারের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের বেলায় অর্থাৎ তফশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ওবিসি সম্প্রদায় আর প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। অনার্স ডিগ্রি কোর্সে যাঁদের ৫০% নম্বর নেই, কিন্তু পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ৫০% নম্বর আছে, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

ওপরের সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)/রিহাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (আরসিআই)এর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিটি/বিএড/পিজিবিটি কোর্স কিংবা রাজ্য সরকারের স্বীকৃত বিটি/বিএড/পিজিবিটি কোর্স পাশ নেই, তাঁরা আবেদনের যোগ্য নন। মূল মাইনে অনার্স গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের বেলায় ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। এছাড়াও গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা। আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। এছাড়াও গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

কর্মশিক্ষা বিষয়ের জন্য নিচের যে কোনও ১টি যোগ্যতা থাকলে আবেদনের যোগ্য।

(ক) ইউজিসি'র স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)/আরসিআইএর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং (পিজিবিটি) কোর্স কিংবা এনসিটিই/আরসিআইএস'এর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়ার্ক এডুকেশন মেথড বিষয় হিসাবে নিয়ে বিএড কোর্স পাশ হলে যোগ্য।

(খ) আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউজিসি স্বীকৃত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের ডিপ্লোমা/ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন।

(গ) আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান থেকে টেলারিং অ্যান্ড নিডিল ওয়ার্কের (অন্তত ২ বছরের কোর্স) ডিপ্লোমা/ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে আবেদনের যোগ্য।

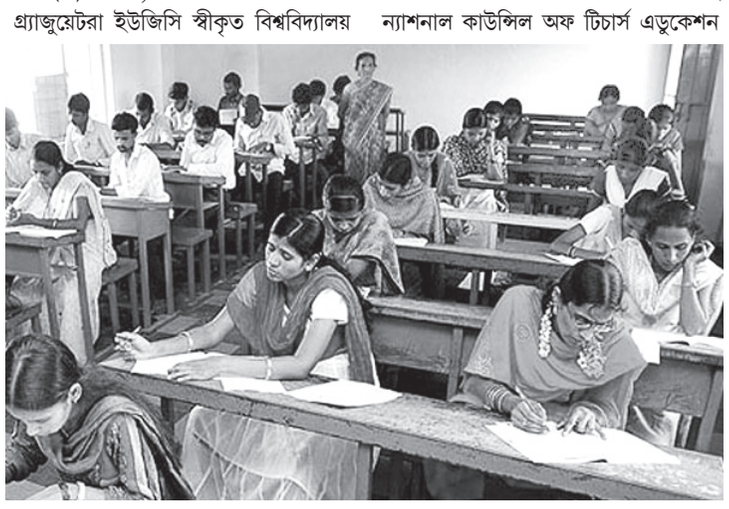

(ঘ) ইউজিসি'র কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোম সায়েন্স/এগ্রিকালচারের ডিগ্রি কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফর্মেশন টেকনোলজি/সফটওয়্যার সিস্টেমের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদনের যোগ্য।

(ঙ) ইউজিসি'র কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য সরকারের কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়ার্ক এডুকেশনের ২ বছরের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদনের যোগ্য।

(চ) ইউজিসি'র স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে অন্তত ৩০০ নম্বর নিয়ে পড়াশোনা করে থাকলে আবেদনের যোগ্য।

ওপরের সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)/রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (আরসিআই)এর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিটি/বিএড/পিজিবিটি কোর্স কিংবা রাজ্য সরকারের স্বীকৃত বিটি/বিএড/পিজিবিটি কোর্সের সমতুল ট্রেনিং কোর্স পাশ হলে ভালো হয়।

শারীরশিক্ষা বিষয়ের জন্য : আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এনসিটিই/আরসিআইএর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০১৬'র হিসেবে ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৬ বছর, প্রতিবন্ধীরা ৮ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ/পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদিত নন–গভঃ অ্যাডেড জুনিয়র হাই/হাই/হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অনুমোদিত শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীরা ৫৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলেও আবেদন করতে পারেন।

পড়াতে হবে মূলত বাংলা মাধ্যমের স্কুলে। যে মাধ্যমের স্কুলের জন্য দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেই বিষয় মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক/ডিগ্রি কোর্সে প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় ভাষা হিসাবে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন, 1ST SLST'র মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫৫ নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতায় (পেশাগত যোগ্যতা–সহ) থাকবে ৩৫ নম্বর ও পার্সোন্যালিটি টেস্টে থাকবে ১০ নম্বর। ৫৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। নেগেটিভ মার্কিং না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দেখা হবে, যাঁরা নন গভঃ অ্যাডেড স্কুল, পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, পার্ট টাইম টিচার, সম্প্রসারক, সম্প্রসারিকা, মুখ্য সম্প্রসারক, মুখ্য সম্প্রসারিকা (এমএসকে), রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা মিত্র, স্পেশাল এডুকেটর হিসাবে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা হিসাব করা হবে দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থেকে।

লিখিত পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর ও অ্যাকাডেমিক স্কোরে পাওয়া মোট নম্বরের ওপর ভিত্তি করে শূন্যপদের দেড় গুণ প্রার্থীর নামের তালিকা তৈরি করে 'পার্সোন্যালিটি' টেস্টের জন্য ডাকা হবে। লিখিত পরীক্ষা, অ্যাকাডেমিক স্কোর ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের নম্বর যোগ করে মোট শূন্যপদের ১.১০ গুণ প্রার্থীর নাম ধরে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে। এর মধ্যে ০.১০ গুণ প্রার্থীর নাম থাকবে 'অপেক্ষমান তালিকা'য়। রিজিয়ন, মাধ্যম, বিষয় সম্প্রদায়ভিত্তিক অনার্স/পিজি ক্যাটেগরি বেলায় আলাদা তালিকা তৈরি হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.westbengalssc.com দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.westbengalssc.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার ১০–৩০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে সাদা একটি কাগজের ওপরে রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো সাঁটবেন। ঠিক তার নিচে নিজে সই করবেন। এরপর ওই ফটো ও সিগনেচারসহ একই সঙ্গে জেপিইজি বা জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'Go for Online Application'এ ক্লিক করতে হবে। এরপর Apply Afreshএ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এরপর অ্যাপ্লিকেশন আইডি সহ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। প্রিন্ট করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। কোন বিষয়ে ক'টি শূন্যপদ, কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি, নম্বর বিভাজন, কীভাবে দরখাস্ত করতে হবে, কত টাকা ফি দিতে হবে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য এখনো স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে জানানো হয়নি। যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি। ওপরের দেওয়া কয়েকটি তথ্যে সামান্য কিছু বদল হলেও হতে পারে। প্রার্থীরা যথাসময়ে ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য দেখে নেবেন। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য আগামী সংখ্যায় থাকবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ ফেব্রুয়ারি – ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
আলিপুর, দঃ ২৪ পরগণা
বাবু জগজীবন রাম কেন্দ্রীয় তপশিলী জাতি ছাত্রীনিবাস
২০১৬–১৭

–: বিজ্ঞপ্তি :–

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, চলতি শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস এ ভর্তির প্রক্রিয়া জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু হতে চলেছে। যে সকল ছাত্রী একাদশ বা তদুর্দ্ধো শ্রেণীতে পাঠরত তারাই এই হোস্টেলে থাকার আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট ছাত্রীনিবাস/সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্য্যালয় ও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগণা অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

হোস্টেলের তালিকা :

১) বাবু জগজীবন রাম ছাত্রীনিবাস, কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মথুরাপুর–১ ব্লক
২) বাবু জগজীবন রাম ছাত্রীনিবাস, মহেন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, সাগর ব্লক
৩) বাবু জগজীবন রাম ছাত্রীনিবাস, খাড়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার–২ ব্লক
৪) বাবু জগজীবন রাম ছাত্রীনিবাস, রামগোপালপুর হরেন্দ্রনগর রামচন্দ্র বিদ্যায়তন, কাকদ্বীপ ব্লক

ভর্তির আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :– ২৫/০৩/২০১৬

আদেশানুসারে

প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যান আধিকারিক
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২৩০/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৫.০২.২০১৬

Tender Notice

Sealed tenders are invited from the bonafied firms in respect of the Purchase of Desktop Computers along with its accessories as per following configuration for use in this office:–

Sl. No.	Make	Item Description
1	CPU (Dell/ HP) Warranty 3 years onsite comprehensive	4th Gen Intel R core i5-4460s
2		Windows 8.1 Single Language
3		RAM 4GB
4		1 TB Hard Disk Drive
5		DVD Writer
6		18.5" LCD Monitor (Dell/HP)
7		Keyboard (Dell/HP)
8		Mouse (Dell/HP)
9		UPS-APC (700 VA line interactive 12 min battery backup)
10		HP Laser Jet Printer Speed upto 18ppm, Resolution upto 1200dpi Warranty-3 Yrs onsite Comprehensive
11		External Hard Disk 1 TB

Interested bidders / firms are requested to submit their tender addressed to District Information & Cultural Officer, South **24** Parganas on or before **26/02/2016.** The undersigned reserves the right to accept or to reject any quotation without assigning any reason whatsoever.

Sd/–
District Information & Cultural Officer
South **24** Parganas

২৬৪(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৯.০২.১৬

ফের জাগছে সর্বনাশা অতি বিপ্লবিয়ানা

প্রথম পাতার পর

কানহাইয়া কুমারের গ্রেপ্তার নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সিপিআইয়ের সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির নেতৃত্বে পার্টি প্রতিবাদী আন্দোলন অবশ্যই করবে। কারণ আগমার্কা কমিউনিস্টদের দেশ বিরোধীতার নজির অতীতে রয়েছে। তাদের দেশের আন্তর্জাতিক প্রেম। অতীতে তারা রাশিয়া চিনের লেজুর বৃত্তি করে এসেছে। সারা পৃথিবী যে সব রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি আছে তারা নিজের মতো করে মার্কসীয় চিন্তাভাবনাকে সংশোধন করেছে। চিনে মাও দে দেঙ শ্রমিক বিপ্লবের পরিবর্তে কৃষক বিপ্লবের স্বপ্নে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ১৯৪৮ সালে সংগঠিত করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি টেবিল টেনিসের বল। তাদের নিজস্বতা নেই। নীতিগত সংশোধন বা সংযোজন নয়। ধান্দাবাদের সংযোজন। বাঁচার জন্য কংগ্রেসকে দোসর করার কথা ভাবছে। কংগ্রেস তাঁর জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য খুইয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য তাদের হাত ধরেছে। কপিল সিবালের মতো নেতারা কানহাইয়া কুমারকে বাঁচাতে পারল না। দিল্লির কোর্ট ১৪ দিনের জন্য তাকে জেলবন্দী থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ঘোলা জলের খেলায় কংগ্রেসের না কাদায় পা আটকে যায়! অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় কংগ্রেসকে বেইজ্জত করেছে। রাজনীতির হঠকারিতা ছেড়ে গণ আন্দোলনমুখী না হলে আগামী নির্বাচনে বিজেপির জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকে গেলেও কংগ্রেসকে ফিরে আসা হাতির পাঁকে পড়া হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। শিক্ষার প্রাঙ্গণে বাম দক্ষিণপন্থা সবই থাকবে। থাকবে সহিষ্ণুতা। ১৯৫০ সালে ভারতের ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে সঠিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন উদার পরিবেশ থাকবে যেখানে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ ঘটে। তিনি সুপারিশ করেছিলেন প্রথম বর্ষের উচ্চশিক্ষায় ধর্ম–দর্শন–আধ্যাত্মিক ভবানায় ছাত্রর মধ্যে উদারনৈতিক চেতনা বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো। সহিষ্ণুতার ভাবনায় শিক্ষা অর্জনে ভালো–মন্দ বিচার করতে পারে। বুঝতে পারে দেশপ্রেম স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীর আদর্শ আর শিক্ষা রাজনীতির নামে হঠকারিতা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে নিজের পরিবারের এবং স্বদেশের সর্বনাশ। শিক্ষার খোল নলচে বদল স্বাধীনতার ৬৯ বছরেরও সম্ভবপর হয় নি। উপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের শিক্ষক বুদ্ধিজীবী গবেষক তৈরি করে!

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ বিডিও অফিস ভবনে গরিব পরিবারদের হাতে পাকা ঘর নির্মাণের জন্য চেক তুলে দেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার প্রমুখ। এদিন মোট ৭৯০টি পরিবারকে চেক তুলে দেওয়া হয়। এরা প্রথম পর্যায়ে ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা মোট ৭৫ হাজার টাকার পাবেন এই প্রকল্পে।

রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি জগাছা ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় নব নির্মিত রাস্তা, নিকাশি নালা উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। হাওড়ার জয়পুর, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত ময়দান সহ নিশ্চিন্দা থানার ষষ্ঠিতলার মোড় এলাকায় উদ্বোধনের মঞ্চ গড়ে অনুষ্ঠানের সভায় কাজ সম্পন্ন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক এবং রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে, গ্রামসভার সদস্য তন্দ্রা গঙ্গোপাধ্যায়, মেঘনাথ দাস, বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতি দাস সহ আরও অনেকে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বালি পাল পাড়ার প্রায় ৪৬৫ মিটার নবনির্মিত রাস্তা, সিআর দাস থেকে ষষ্ঠিতলার মোড় এলাকা পর্যন্ত প্রায় ২৩০ মিটার নিকাশি নালা, আবার ষষ্ঠিতলা মোড় এলাকা থেকে স্টাইল সেলুন পর্যন্ত ২০০ মিটার নিকাশি নালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী। অন্যদিকে ঘোষপাড়া এলাকার বালি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিশ্চিন্দা থানার ষষ্ঠিতলার মোড় প্রশস্ত প্রায় ৪৩০ মিটার নবনির্মিত কংক্রিটের রাস্তা সহ ঘোষণা ডা মোতিগড় কলোনি এলাকায় ৮১৪ মিটার নবনির্মিত ঢালাই রাস্তারও এই উদ্বোধন করা হয়।

জল প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার উলুবেরিয়ার ৩২টি ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রা ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় প্রায় দুবছর আগে। এই জল প্রকল্পে প্রায় একলক্ষ লোকের দৈনন্দিন জলের যে সমস্যা ছিল তা আপাতত কাটতে চলেছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

এই প্রকল্পের ফলে উলুবেরিয়ার ৩২টি ওয়ার্ডে ৪০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হল বলে দাবি করা হয়। একই সঙ্গে উলুবেরিয়ার শতমুখী শ্মশান ঘাটে মানুষের বহুদিনের দাবি আধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন হয়। শ্মশান ঘাট সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট সহ আশে পাশের এলাকাগুলিও সৌন্দর্যায়নের কাজ সমাপ্ত করা হয় একই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

হাবড়ায় 'মতুয়া রত্ন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবা সাহেব আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মবর্ষে বারাসত মহকুমাধীন হাবড়ার কাশিপুরে অনুষ্ঠিত হয় 'মতুয়া রত্ন' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। মূল বক্তা ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যসভার সাংসদ রামদাস আঠাবলে। বক্তব্য রাখেন ড. সুমন্ত হীরা, রইস উদ্দিন সাহেব, রিপাবলিকান পার্টির রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক প্রমুখ।

শুরুতে প্রায় ৩০ জন দলপতি ও গোসাইকে 'মতুয়া রত্ন' সম্মান প্রদান করা হয়। এই পর্বের অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন কবি ও সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা। বক্তারা রাজ্যের তৃণমূল ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন। আরপিআই সূত্রে জানা যায় 'সমতা রথ' পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যাবে আসামের দিকে। ১৪ ফেব্রুয়ারির এই অনুষ্ঠানটি ছিল প্রধানত মতুয়া গ্রন্থ 'শ্রী শ্রী লীলামৃত'র শতবর্ষের আলোকে। সেই মতুয়াধর্মের মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিগবেড়িয়ায় বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসত মহকুমার অন্তর্গত মধ্যমগ্রামের দিগবেড়িয়ায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হল তিনদিনের বইমেলা। মেলার সূচনা হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। তিনদিনের এই মেলার প্রত্যেক দিনেই উপস্থিত ছিলেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ প্রমুখ।

তিনদিনের মেলায় উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিনই ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার দিগবেড়িয়ার সম্প্রীতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় লোকনৃত্য সংগীত, আলোচনাচক্র। এই সন্ধ্যায় মঞ্চে শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন অশোকনগরের 'স্বরলিপি'। শ্রুতিনাটক দুটিই অভিনয়ের গুণে অন্য মাত্রা পায়। শ্রুতিনাটকে অংশ নেন পাঁচুগোপাল হাজরা ও শাঁওলী চ্যাটার্জী। বাঁশীতে অংশ নেন মুরারী চক্রবর্তী। জানা গেল বইমেলায় বিক্রির বাজার ছিল বেশ ভাল। স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ফলতার নপুকুরিয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে আলোচনা বিধায়কের

মেহেবুব গাজী

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার নপুকুরিয়া অঞ্চলের সমস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা করেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। এদিন উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি মহঃ আসরাফ আলি লস্কর, নপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় বর ও আরও অনেকে এদিন কলসা হাইস্কুলে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আসে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীদেরকে সরকারি নিয়মানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া

হবে। রঙিন মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা প্রায় তিরিশ হাজার ও অন্যান্য গোষ্ঠীদেরকে আর্থিক কুড়ি হাজার করে সাহায্য করা হবে।

যাতে মহিলারা আগামী দিনে তারা নিজের রোজগার করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকার সমস্যা নিয়ে এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। পানীয় জল, শৌচাগার, রাস্তাঘাট, বিধায়ক মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা কাজ করছি।

আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের কাজ করছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আগামী দিনে আপনাদের সমস্যাগুলোকে যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান করব। গ্রামের মহিলারা এদিন বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত। তারা তাদের সমস্যার কথা বলতে পেরে। গ্রামের পূর্ণিমা মণ্ডল নামে এক মহিলা বলেন, বিধায়ক আমাদের গ্রামে এর আগে বহুবার এসেছেন, মিটিং করেছেন, সমস্যার কথা শুনেছেন সমাধান করেছেন এটাই আমাদের বড় পাওনা। আগে বিধায়কদের ভোটের আগে পাওয়া যেত। পরে তাদের পদধূলি গ্রামে পড়ত না।

উদ্বোধন হল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু প্রতীক্ষার পর বারুইপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের শুভ সূচনা হল ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে। ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহকুমা হাসপাতালের ঠিক পিছনে এই হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালের উদ্বোধন করে ডাক্তার ও সেবিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, রোগী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বেশ কিছু জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে হাসপাতালে দালাল চক্র প্রবেশ করেছে। বেড পাওয়ার জন্য মানুষ দালালদের টাকা দিচ্ছে। এখানে এই সব চলবে না বলেও সকলকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, অ্যাম্বুল্যান্সের চালককে টাকা দিলে বেড পাওয়া যাবে এই অভিযোগ যদি শুনি তাহলে কিন্তু কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব। তিনি জানান, প্রাইভেট নার্সিংহোমে আইসিসিইউতে থাকলে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়, এখানে অনেক কম খরচে থাকতে পারবে। ছোট অপারেশনের জন্য অন্য কোথাও পাঠাবার দরকার হবে না। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক রাজর্ষি মিত্র, পূর্ব বারুইপুর বিধায়ক নির্মল মন্ডল, বারুইপুর পুরসভার পুরপ্রধান শক্তি রায় চৌধুরী, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পুরপ্রধান ডাঃ পল্লব দাস, বারুইপুর পঞ্চায়েত সভাপতি আকচার আলি মণ্ডল, বারুইপুর বিডিও সৌম্য ঘোষ ও পুরপিতা স্বপন মণ্ডল। এছাড়া অন্যান্য পুরমাতা ও পুরপিতারা উপস্থিত ছিলেন। এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বর্তমানে ৩০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া থাকছে আইসিসিইউ ও উন্নতমানের অস্ত্রোপচার বিভাগ, আধুনিক মানের বার্ণ কেয়ার ইউনিট, আধুনিক ডায়াগনোস্টিক, উন্নতমানের চক্ষু

পরীক্ষা ও কান, নাক, গলা এবং কার্ডিওলজি, ডায়ালিসিস বিভাগ। ডিজিট্যাল এক্স–রে, এন্ডোস্কপি প্রভৃতির ব্যবস্থা। তবে এদিন হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেল এখনও প্রায় কোনও যন্ত্রপাতি এখানে এসে পৌঁছায়নি। মেশিন বসানোর সব ঘরই খাঁ খাঁ করছে। উদ্বোধন হয়ে গেলেও কেন এখনও এসব আসে নি বা কবে আসবে তার উত্তর কেউই দিতে পারলেন না।

গড়িয়ায় অটোচালকদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ার অটোচালকদের দৌরাত্ম্যের জন্য দিনে রাতে হয়রানি হতে হচ্ছে সাধারণ নিত্য যাত্রীদের। বিশেষ করে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮০ শতাংশ অটো কাটা রুট ব্যবহার করে। রাত হলেই বারুইপুর মালঞ্চ, কেদার আশ্রম, হরিনাভি, গোবিন্দপুর যেতে কেউ রাজি নয়। কিন্তু কেন? অতি সহজেই বলা যেতে পারে, অল্প গ্যাস ও সময় ব্যবহারে কাছে পিঠে বেশি করে ট্রিপ করলে ফায়দা বেশি। কামালগাজী, হিন্দুস্থান ও মহামায়াতলা এই তিনটি জায়গা ছাড়া অটো যাবে না। যদি পকেটে বেশি টাকা থাকে তবে রিজার্ভ করতে হবে আপনাকে। অটোর গায়ে বারুইপুর বা সোনারপুর লেখা থাকা সত্ত্বেও অবাধের চলছে যথেচ্ছচার। গায়ের জোরে চলছে তাদের পছন্দমত রুট। কিছু বলার উপায় নেই। চালকরা মা মাটি মানুষের সরকারের লোক দাবি করেন। ফলে ছাত্র ছাত্রী থেকে অফিস যাত্রী সকলকেই নিত্য হয়রানি ও বচসার মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রতিদিন ঝগড়া চলছে অটো চালক বনাম নিত্য যাত্রীদের। গড়িয়ার ব্রিজের ওপর অটোচালকরা যে যেমন খুশি ইচ্ছা অটো রেখে দিয়ে এগিয়ে মেট্রোর প্যাসেঞ্জার টানায় ব্যস্ত। তার উপর ব্রিজে বসছে সবজী বাজার। এছাড়া কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন থেকে যাত্রীরা নেমে ব্রিজের ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন অটো বা বাস ধরার জন্য। সব কিছু মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রবেশ পথে এখন জ্যামজটের ব্যারিকেট। কিন্তু কেন দিনের পর দিন এধরনের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে?

অটোচালকরা এতো সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে? এসব প্রশ্নের জবাব নেই। অসহায় কাউন্সিলর বা আইএনটিটিইউসি নেতারা মুখে কুলুপ এটেছেন? কারোর কোনও কমেন্ট করা নিষেধ। এক কাউন্সিলর বলেই ফেললেন, আমরা সর্বদা ওদেরকে ব্যবহার করি। মিটিং মিছিলে ওরাই ভিড় বাড়ায়। পোস্টারিং করে, ওদের অটোগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগাই আমরা। সবচেয়ে বড় কথা হল ওরা মা মাটি মানুষের সদস্য। তাই সকলে আমরা নির্বাক। বর্তমানে নেতারা নিজেরাই এখন অটোচালকদের এই দৌরাত্ম্যে নাজেহাল। তারা চাইছেন পুলিশ বা সংবাদ মাধ্যম দিয়ে ওদেরকে জব্দ করতে। কিন্তু এতো দেরিতে কেন? এর আগে এই অটোচালকদের নিয়ে সংগঠিত ভাবে রাজপুর রবীন্দ্র ভবনে অনেক বার মিটিং হয়েছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। এখন অনেক নেতারা অটোচালকদের উপর ক্ষুব্ধ। তারা পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে অটোচালকদের শিক্ষা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কারণ মা মাটি মানুষের সরকার সাধারণ মানুষের জন্য। ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে প্রশ্রয় দিয়ে এখন আর সামলাতে পারছেন না নেতারা। সামনে নির্বাচন। মানুষের এই হয়রানি এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে শাঁখের করাত। অটোচালকদের দিকে গেলে মানুষের ক্ষোভ। বিরোধীরা করলে গন্ডোগোলের সম্ভাবনা।

সেন্সাস কর্মীদের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে

মলয় সুর

সেন্সাস কর্মীদের প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বয়স বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কতজন সেন্সাস কর্মীরা শিক্ষক পদে চাকরিতে উৎসাহী, খালি পড়ে আছে। একজেমটেড ক্যাটিগরির প্রার্থীরা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেন। সেইমতো তাঁরা লিখিত পরীক্ষায় বসেন। পরীক্ষায় যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু এরপর তাঁদের আর কোনও খবর দেওয়া হয়নি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক আছে কিনা এবং কলকাতা হাইকোর্টের মামলা করেছিল কিনা। এই কয়েকটি তথ্য থাকলেই প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। এঁরা ১৯৮০–৮১ এবং ১৯৯০–৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। এককথায় বলা হয় একজেমটেড ক্যাটিগরি প্রার্থী।

২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনকারীদের আইনজীবী এক্রামুল বারি ১৭০ জনের হয়ে সওয়াল করেন। সেই সময় আদালত রায় দিয়ে জানায় প্রাথমিকে শিক্ষকতার চাকরিতে এদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের বহু পদ আপাতত হুগলির প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ভবনে এ বিষয়ে জোর জল্পনা চলছে। অন্যদিকে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ও বিকাশ ভবন থেকে ২০০৯ সালে ২২ জনের জনগণনা কর্মীদের প্রাথমিকে চাকরির তালিকা হুগলির প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে পাঠায়। তখন বামফ্রন্ট আমল। সেই সময় প্রার্থীদের পাশে ছিলেন আইনজীবী হাইকোর্টের অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন ব্যাপারটা লাল সুতোয় বাধা পড়ে। তাই হুগলির কাউন্সিলের বর্তমান চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারি যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়োগ পত্র দেন সেজন্য আবেদন করেছে রাজ্য সেন্সাস ওয়ার্কাস কমিটি।

হাড়োয়ায় টুসু পরব

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়ায় সাড়ম্বরে উদযাপিত হল সুন্দরবন আদিবাসী টুসু পরব। হারোয়া আটপুকুরে ষষ্ঠীতলা আদিবাসী অগ্রগামী সংঘের মাঠে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় ছিল কতুরহুলা আদিবাসী ঈশ্বর দ্বারিকনাথ সমাজ বিকাশ কেন্দ্র ও ষষ্ঠীতলা আদিবাসী অগ্রগামী সংঘ। উৎসব কমিটির সভাপতি আকন মুন্ডা জানান, গত ২২ জানুয়ারি এই উৎসবের সূচনা করেন মিনাখাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি রহমান মাস্টার। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ, বস্ত্রদান, নানা ধরনের খেলাধূলা, বিবেকানন্দ সেবাশ্রম সংঘের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও অস্ত্রোপচার, গুণীজন সংবর্ধনা, ঝুমুর, টুসু, হরবোলা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাইবেশে ও ছৌ নৃত্য বাড়তি আকর্ষণ এনে দেয়। এই উৎসবে প্রকাশিত হয় শম্ভু মাহাতো সম্পাদিত আদিবাসীদের পত্রিকা 'শিকড়'।

উৎসবের দিনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের সভাপতি বিসম্বর মুড়া, মানববিজ্ঞান সর্বেক্ষণের নৃতত্ত্ববিদ ডঃ নবকুমার দুয়ারী, শিক্ষক সুদিন কুমার গোলদার, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী গাইন, খাদ্য দফতরের পার্থসারথি গাইন, সমাজসেবী অরবিন্দ ঘোষ, কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ গৌরচন্দ্র মুন্ডা, রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সুনীতা কেরকেট্টা, ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের ডঃ দীপক আদক, সারা ভারত ওঁরাও কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বৈজু ওঁরাও প্রমুখ।

মহানগরে

প্রফুল্ল পার্কে জল এলো

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্থানীয় ৯৪ হাজার পুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয়তার সম্পন্ন ঘটলো গত ১১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তসীমাস্থিত বাঁশদ্রোণীর প্রফুল্ল পার্কে 'রিজার্ভার কাম বুস্টার পাম্পিং স্টেশন' উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে। এদিন 'ঘরে ঘরে ভূপৃষ্ঠস্থ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া' প্রকল্পের সঙ্গে এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফিরহাত হাকিম। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন মহানাগরিক শোভ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে জল আসবে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে। আর তা থেকে উপকৃত হবেন ১১ বরো এলাকার তিন তৃণমূলী পুরওয়ার্ড। অনিতা কর মজুমদারের ১১২ ও গোপাল রায়ের ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আংশিক এবং বিশ্বজিৎ মন্ডলের ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পূর্ণটা নিয়ে। ফলে এই তিন ওয়ার্ডের প্রায় ৯৪ হাজার নাগরিকবৃন্দ প্রয়োজনীয় পরিস্রুত পানীয় জল থেকে উপকৃত হবেন।

সবুজে ঢাকা টালা পার্কে স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবনিযুক্ত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত টালা পার্কের খোলা মেলা পরিশুদ্ধ পরিবেশে গ্যালারি ও অ্যাথলেটিক ট্র্যাক–সহ একটি ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ার 'ডিটেলস্ প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) নবান্নে জমা পড়ল। কলকাতা পুরসভার উদ্যান দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল দেবাশিস চক্রবর্তী নবান্নের পূর্তকর্তাদের এই নথিপত্রগুলি দেখে অনুমোদন দিতে অনুরোধ করেছেন। এটি গড়তে মোট ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। তবে পার্কের সবুজের সমারোহকে উচ্ছেদ করে খোলামেলা পরিবেশকে স্টেডিয়ামের ঘেরাটোপে আনা নিয়ে স্থানীয় বিবিধ মহলে কিছু আপত্তি রয়েছে। তাদের বক্তব্য কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের মতো এটাও অনুরূপ হাস্যকর হবে না তো? প্রসঙ্গত, কলকাতায় পার্কের সংখ্যা ৪৫০–এর কাছাকাছি। আর তার মধ্যে গাছগাছালির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই টালা পার্কে।

আড়াই বছর বাদে কলকাতা পানীয় জলে ভাসবে

বরুণ মন্ডল

১৯৮২ সালে নির্মিত গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের সম্প্রতি নতুন 'জলসাথী' প্রকল্পে দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যালন প্রকল্প থেকে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল পরিশোধনাগারের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ জুন বর্ষণমুখর দিনে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে। আর বাকি দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগারেরও গত ১২ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিলন মেলা প্রাঙ্গন থেকে। ফলস্বরূপ, গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের পরিস্রুত পানীয় জলের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ালো দৈনিক ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালন। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, কেএমসি ফান্ড ও অন্যান্য সরকারি ফান্ডের দ্বারা ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ৫০ মিলিয়ন গ্যালন জলপ্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হল। মহানাগরিক আরও জানান, আগামী দিনে কেএমডিএ–এর দেওয়া ১১ বিঘা জমিতে আরও একটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন প্রকল্প গড়া হবে। তারও 'ডিটেলস্

প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী বছর আড়াই বাদে গার্ডেনরিচের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে দৈনিক ২১০ মিলিয়ন গ্যালনে। মহানাগরিক এও জানান, দৈনিক প্রতি পুরবাসীর নিকট ৭০ লিটার পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া পরিকল্পনায় রয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৮২ সালে দৈনিক ১২০ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পটি নির্মিত হলেও ২০১১–এর ১৫ জুলাই 'কলকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি'র (কেএমডব্লুএসএ) হাত থেকে থেকে কেএমসি–র হাতে প্রকল্পের পরিচালনার ক্ষমতা আসার সময় গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের দৈনিক জলোৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩৭ মিলিয়ন গ্যালন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে পলতা জলপ্রকল্পে গড়ে দৈনিক ২০৫ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিশোধিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'অল্প সময়ের মধ্যেই মহানগরে জল থেকে জলোচ্ছ্বাসে পৌঁছে দেবে কলকাতা পুরসভা'।

২০১৬–র উচ্চ মাধ্যমিকে কমে যাচ্ছে পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেল চলতি ২০১৬–র উচ্চ মাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা। দু'টি পরীক্ষাই চলবে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার পর্যন্ত। সংসদ সূত্রে খবর, এ বছর সর্বমোট 'রেগুলার, কন্টিনিউয়িং এবং স্পেশাল' একত্র করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭,৯৮,৭০০ জন। যা গত বছরের থেকে ১,০৬১ জন কম।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজ্যে এই মুহূর্তে ২০টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলাতে ছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সার্বিকভাবে এবারের উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার বেশি। রাজ্য জুড়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৬০৪৯টি (মোট ভেন্যুর সংখ্যা ২০২৪)। এরই সঙ্গে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় এবার বসছে প্রায় আট লক্ষ ছাত্রছাত্রী। এদিকে আবার গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে হাই মাদ্রাসা (বাংলা ভাষায় দশম শ্রেণির পরীক্ষা) আলিম (দশম শ্রেণি, ইসলামি পাঠক্রম–ধর্মশাস্ত্রপত্র) ও ফাজিল' (দ্বাদশ শ্রেণি, আলিমের উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা শুরু হল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২০ ফেব্রুয়ারি – ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিধানচন্দ্রের সঙ্গে মমতার এই তুলনা কেন?

উন্নয়নের ঝড়, তবু থেকে যায় ঝড়ের স্মৃতি। বিধানচন্দ্র থেকে মমতা হিসাব করলে হয়তবা বাংলায় ঘটেছে উন্নয়নের সুনামি। আজ বাংলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে জোট জল্পনা বনাম মমতার উন্নয়ন। বাংলায় অবশ্যই উন্নয়ন ঘটছে হয়ত তা রাজনীতির রঙিন চশমায় বিক্ষিপ্ত রঙে কোথাও ধরা পড়ছে পক্ষপাতিত্বের আঙিনায় কিংবা স্রেফ গ্রাম বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চা ও চর্যায়। কোনও কোনও অত্যুৎসাহী ব্যক্তি 'জাতীয়তাবাদী' মোড়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তুলনা করছেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। উদ্দেশ্য অবশ্যই স্তাবকতা, মমতা ভজনা, আরও একটু কাছে আসার বাসনা। কিন্তু গোড়াতেই গন্ডগোল। বিধানচন্দ্র যখন বাংলার দায়িত্ব নেন তখন তারই বন্ধু স্থানীয় জওহরলাল প্রধানমন্ত্রীর মসনদে। দেশভাগের যন্ত্রণায় দীর্ণ বাংলা। সেই অভাবী বাংলাকে লড়তে হয়েছে অনেক সমস্যার সাথে। মূলতঃ, উদ্বাস্তু সমস্যাই ভাবিয়েছিল বিধানচন্দ্র সরকারকে। রাজ্য পরিবহন, হরিণঘাটা, দুর্গাপুর, কল্যাণী, লবণহ্রদ প্রভৃতি জায়গায় বিধানচন্দ্রের ভাবনাচিন্তা নিশ্চয়ই প্রসারিত ছিল এবং দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী শাসনের বদান্যতায় বাংলার নবরূপকার এমন তকমাও বিধানচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। অতীত অবশ্যই চর্চা ও তুলনীয় হতে পারে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই, উত্থান এবং দ্রুত কাজ করবার মানসিকতা বিধানচন্দ্রের থেকে অনেক বেশি নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিধানচন্দ্রকে অপমান করা নয়, তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর দেশ সেবার মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত পাঁচ বছরের শাসনকালে মন্দের চেয়ে ভালোর পরিমানটাই বেশি। কারণ বিরোধী শিবির বিশেষ করে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ শিবিরের ন্যায়নীতি বিজর্সন দিয়ে জোট গড়ার একমাত্র লক্ষ্যই মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করা, তাদের কাছে নেই কোনও সুস্থ, সুষ্ঠ দিকদর্শনের বার্তা। ভোটের আগে সুবিধাবাদী মানসিকতা দেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মমতার কাজের ধরণে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে কিন্তু উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ।

বিধানচন্দ্র দিল্লির রাজনীতিতে জওহরলালের অনেক অনৈতিক কাজকর্মের নীরব সাক্ষী থেকেছেন কোথাও বা সমর্থনও করেছেন। সম্প্রতি মোদি সরকার নেতাজি সংক্রান্ত যে ফাইলগুলি প্রকাশ করেছেন তাতে স্পষ্ট নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম এবং চরিত্র হননের যে গোপন চক্রান্ত বিধানচন্দ্র ও জওরলালের মধ্যে হয়েছিল তা কখনোই কোনও বিশেষেণে মুছে ফেলা যাবে না। অথচ সুভাষচন্দ্রের থেকে বয়সে বিধানচন্দ্র বড় হলেও তাঁকে কংগ্রেস রাজনীতির আলোকমন্ডলে সুভাষচন্দ্রই নিয়ে এসেছিলেন। সেই ইতিহাস জওহরলালের প্রভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। মমতা কিন্তু স্বজ্ঞানে নেতাজি সংক্রান চক্রান্তের শরিক হন নি। যদিও কোনও চাপের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে রাজ্য সরকারের হাতে থাকা সমস্ত গোপনীয় নেতাজি ফাইল দিনের আলোর মুখ দেখেছি। মমতার ফাইল প্রকাশের উদ্যোগই দিল্লিকে পথ দেখিয়েছে প্রতিমাসে ২৫টি করে নেতাজি ফাইল প্রকাশের ভাবনাতে।

ভোটের আগে রাস্তা ঘাটে বিধানচন্দ্রে সঙ্গে মমতার এই অসম তুলনা শুধু মাত্র দৃষ্টিকটুই নয় একেবারেই অনৈতিহাসিক। বিধানচন্দ্রের মতো কাজের দীর্ঘসময় পেলে মমতাও হয়তো আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবেন। অহেতুক মমতা ভজনা করতে গিয়ে বিধানচন্দেরর সঙ্গে তুলনা টানা মমতার কাজকে খাটো করা হচ্ছে। এই সরকারের ভুল ত্রুটি অবশ্যই আছে, এবং এ ক্ষেত্রে সেটা স্বাভাবিকও। ভুল সংশোধন করলে মমতার সরকার নতুন ইতিহাস গড়বেন সন্দেহ নেই। অহেতুক বিধানচন্দ্রের মিথকে মমতার কাজের প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলা কাম্য নয়।

অমৃত কথা

যদি সদগুরু লাভ হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। কাঁচা গুরু হলে, গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়ে শিষ্যের মুক্তি হয় না। এই বলে পরমহংসদেব বললেন, একদিন ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে শুনলাম। মনে হল যেন সাপে ধরেছে, কি হয়েছে একবার উঁকি মেরে দেখলুম। দেখি যে একটা ঢোঁড়া সাপ ব্যাঙটাকে ধরে ছাড়তেও পারছে না, গিলতেও পারছে না, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা খুচছে না, ভাবলাম যদি জাত সাপে ধরতো, তিন ডাকের পরই ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

পরমহংসদেব বলতেন, 'আমার কোনোশালা চেলা নেই, আমিই সকলকার চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে ও ঈশ্বরের দাস, চাঁদা মামা–সকলকারই মামা।'

কলকাতা চিৎপুরের পুলের নীচে যে পীরের আস্তানা আছে, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও লঙ সাহেবের গির্জের সামনে দিয়ে পরমহংসদেব যখনি যেতেন তখনি তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতেন।

এক ভক্ত যুবক বিয়ে করে পরমহংসদেবের কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'গাছটা হতে না হতেই আগাছায় ঘিরে ফেলল।

পরমহংসদেব বলতেন, আমি সবই নিই। তুরীয় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ–আমি সব নিই। সব না হলে ওজনে কম পড়ে, তাই আমি নিত্য, লীলা সব নিই।'

তিনি বলতেন, রোগ জানে আর দেহ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।

ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে–কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলো বার করবেন। গিন্নিদের যেমন ন্যাতা কাতার হাঁড়ি থাকে, তাতে শশা বিচি, কুমড়ো বিচি, সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি ইত্যাদি ছোট ছোট পুঁটলীতে বেঁধে রাখে। দরকার হলে বার করেন।

জনৈক নিষ্ঠাবন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরমহংসদেবকে বলেছিলেন যে, আপনি কেশব সেনের বাড়িতে যাবেন না, কেননা সে ম্লেচ্ছাচারী। পরমহংসদেব উত্তরে বলেছিলেন, তুমি লাট সাহেবের বাড়ি যেতে পার টাকার জন্যে, আর আমি কেশব সেনের বাড়ি যেতে পারি না? সে ঈশ্বর চিন্তা করে, হরিনাম করে।'

কোনো ব্যক্তি পরমগংসদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মশাই থিওসফিক্যাল সোসাইটি যেসব মহাত্মাদের কথা বলে, তাঁরা কি সত্যি আছেন?' তিনি বললেন 'আমার কথায় বিশ্বাস করেন তো আছেন।'

যখন পঞ্চবটীতলায় মাটিতে পড়ে পরমহংসদেব মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, 'মা আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে। আরও কত কি বলতেন।

প্রিয় বাঙালি, নেতাজীর আদর্শ অমর্ত্য সেন আর শ্যাম বেনেগালের কাছে জেনে নিন

নির্মল গোস্বামী

গত ২৩শে জানুয়ারি এলগিন রোড নেতাজির বাস ভবনের অনুষ্ঠানে নোবেল জয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং বই মেলার এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল নেতাজি সম্পর্কে কাকতালীয় ভাবে একই কথা বললেন। কী সেই অমৃত বচন! মানুষের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশে বর্তমানে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজি সম্পর্কিত কিছু সরকারি ফাইল জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। যা এতো দিন চরম গোপনীয়তার আবরণে মোড়া ছিল। নেতাজি সম্পর্কে দেশে জন কৌতূহল ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী। নেতাজির শেষ পরিণতি কি হল তা সারা বিশ্বের মানুষ জানতে চায়। প্রকাশিত ফাইলের তথ্য জন–জিজ্ঞাসার উত্তর যথাযথ দিতে পারে নি। কিছু ইঙ্গিত–ইশারা এমন আছে যা ১৯৪৫ সালের পরও তাঁর বেচে থাকার আভাসে আলোকপাত করতে পারে। তাই দেশে জনগণ থেকে ইতিহাস গবেষক সকলেরই দাবি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যেখানে যা তথ্য গোপনে সংগৃহীত আছে তা প্রকাশ করার জন্য ভারত সরকারকে কার্য্যকরি ভূমিকা নিতে হবে। এই দাবির সমর্থনে দেশে বিদেশে এবং নেতাজি পরিবারের সদস্যদের একাংশ নেতাজির রহস্য উন্মোচনের জন্য সোচ্চার হয়েছে। যা অতীতে কোনও দিন হয়নি। এর সমর্থনে ধীরে ধীরে হলেও একটা জনমত তৈরি হচ্ছে এবং পূর্বতন সরকারের প্রতি দেশের মানুষদের মনে একটা সন্দেহের বাতাবরণ ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে নেতাজি পরিবারের একটা অংশ যারা কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করে যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল সেই তাদের আহ্বানে তাদের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নোবেল জয়ী বীর বাঙালি বললেন যে নেতাজির মৃত্যু রহস্য নিয়ে বড় বেশি হৈ চৈ হচ্ছে। তাঁর আদর্শ জীবনে প্রয়োগ করলেই তাঁর প্রতি সম্মান জানানো হবে। ঠিক একই কথা নেতাজিকে নিয়ে সিনেমা নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল বইমেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন। প্রশ্ন হল দীর্ঘদিন বাদে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের উন্মোচনের একটা ক্ষীণ আলোক রেখা যখন দেখা গিয়েছে সেই সময় অমর্ত্য সেন এবং শ্যাম বেনেগালের মতো লোক কেন এই জল ঢালা উক্তি করলেন। বিগত ৭০ বছর ধরে দেশের মানুষ কি নেতাজি আদর্শের কোনও খোঁজ খবর না রেখে শুধু মৃত্যু রহস্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে? দেশের কোন্ অংশের মানুষ বা প্রশাসন থেকে কি এই প্রচার করা হয়েছে যে আগে নেতাজির মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে তারপর তার আদর্শ জীবনে প্রয়োগে হবে? নেতাজির আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা বা নীতি গ্রহণ করতে কেউ কি শাসকদের এতো দিন হাত পা বেঁধে রেখে ছিল? তা তো নয়। তাহলে এই প্রশ্ন আসে কেন? কোনও মহামানবকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো মানে তাঁর আদর্শ মেনে চলা একথা কি দেশবাসী জানে না, নাকি ভুলে গিয়ে ছিল? তাই দুই সেলিব্রেটি ব্যক্তি আজ নতুন করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিল ওগো তোমরা শোন, নেতাজি আদর্শটা জীবনে সমাজে প্রয়োগ কর। তাঁর মতো দেশ ভক্ত হও, তাহলেই তাঁকে আমরা সঠিক ভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে।

তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে দেশের মানুষ নেতাজির আদর্শ সম্পর্কে সমক্য সচেতন নয়। তাই তারা তাঁর আদর্শ আজ জীবনে প্রয়োগ না করে শুধু মৃত্যু রহস্য নিয়ে মেতে আছে। খুব ভালো কথা তাহলে অমর্ত্য সেন মহাশর মনে নিশ্চয় এই প্রশ্নটা উঁকি মারে যে কারা এতো দিন নেতাজির আদর্শকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছে? নেতাজির আদর্শ মানলে যখন দেশের ভাল দশের ভাল হয় তাহলে যারা দেশের ভাল দশের ভাল চায় না সেই শক্তি এতো দিন নেতাজির আদর্শ থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি হওয়া উচিৎ এই কথাটা কেন মনে হয়নি আপনাদের? কারা স্বাধীন ভারতের সেনা ছাউনিতে নেতাজির ছবি রাখা নিষিদ্ধ করেছিল? কারা নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলে জনগণের চোখে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল? কারা তাঁর বীরত্ব পূর্ণ সংগ্রামের জীবনীকে যথাযথ ভাবে ইতিহাসের পাতায় উপস্থাপিত করেনি। আজও মাধ্যমিকের ইতিহাস থেকে নেতাজি বাদ পড়ে কেন? যারা এই সব ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে তারাই নেতাজির আদর্শকে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে চায় না। তাদের কথা জনগণকে বলবেন না অমর্ত্য বাবু?

অমর্ত্য বাবু আপনি কি জানেন না যে সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে নেতাজি কেন কারও আদর্শই জীবনে প্রয়োগ করা যায় না। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের সব থেকে আলোচিত, আলোকিত, সব থেকে শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় একজন জাতীয় বীর তার সর্বশেষ সংগ্রামের সত্য ইতিহাস না জেনে যে জাতি ৭০ বছর কাটিয়ে দিতে পারে সে জাতির জীবনে কোন আদর্শই কার্যকরী হবার নয়। (আর বর্তমানে হচ্ছেও তাই। পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিতে আমরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে বসেছি।) আধুনিক বিজ্ঞান লক্ষ বছরের ইতিহাসকে মাটির নীচে থেকে তুলে আনছে। কত শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র পুঞ্জের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করছে। আর মাত্র ৭০ বছরের ইতিহাসের একটা ছেঁড়া পাতাকে মানুষ জোড়া লাগাতে পারে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড জার্মান এই পশ্চাদভূমিটুকু পরিক্রমা করে একটা সত্যকে ধরা কি খুব কঠিন কাজ? ভারত সরকার তিনটি কমিশন বসিয়ে তিনটির রিপোর্টকেই বাতিল করেছে কেন? বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু–এর যখন কোনও প্রমাণ ভারত সরকারের কাছে নেই তখন আসল সত্য জানাটা কি নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না? জাতি হিসাবে এটা আমাদের লজ্জার নয় কি? সেই লজ্জার হাত থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাবার যখন একটা প্রচেষ্টা যখন দেশের মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ঠিক তখন অমন মন্তব্য করে জনগণের উৎসাহকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন না কি? পক্ষান্তরে সেই শক্তি যারা শুধু সত্য ইতিহাস নয়, নেতাজির আদর্শকে আবিলতায় ঢাকতে চায় তাদেরই উৎসাহিত করলেন না কি? মহাশয় অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে যে আচ্ছা যে দেশে বসে গবেষণা করে আপনি নোবেল পেলেন সেই দেশের কোনও জাতীয় বীরের জীবন যদি এমন চক্রান্তের শিকার হতো তাহলে তারা কি ভারতের মতো বসে থাকত? তারা কি তাদের জাতীয় নেতার শেষ ইতিহাসটুকু উদ্ধারের চেষ্টা করত না? ভাবী কালের কাছে আমাদের কি কোনও দায়বদ্ধতা নেই?

টুপি মাথায় জননেতা অনেক দেখেছি বা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ

দেখবে। কিন্তু রণ সাজে জননেতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর দেখা যাবে না। সেই জননেতা জীবিত থেকেই কাদের চক্রান্তে ভারতে ফিরতে পারলেন না শুধুই কি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত না কি দেশীয় নেতারাও সেই ষড়যন্ত্রের ভাগীদার ছিল? সেই সত্যটুকু যদি উদ্ধার হয় তবে ষড়যন্ত্রীরা যেমন চিহ্নিত হবে তেমনিই তৎকালীন কিছু জাতীয় নেতা সম্পর্কে যে সন্দেহ জনগণের মনে দানা বাঁধছে তা যদি অহেতুক হয় তবে তা থেকেই ওই সব নেতারা মুক্ত হবেন। দেশের ইতিহাসের স্বার্থে দেশের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে এখনই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন এর সাথে যদি আপনার দ্বিমত পোষণ না করেন, তবে নেতাজি রহস্য উন্মোচিত হোক একথা একবার জোর গলায় আপনারা বলুন।

একথা সরল মনে বিশ্বাস করি যে আমার মতো এক নগন্য কলমটি এবং ততোধিক নগন্য পাঠককূল অপেক্ষা আপনাদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা অবিসংবাদিত। তাই কোন দুষ্ট চক্রদ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনার এই সময় এই মন্তব্য করেছেন এতোটা নীচে নেমে ভাবতে মন চায় না। কিন্তু আপনাদের মতো বিশিষ্টজনেরা যদি একটু খেয়াল রাখেন যে কোন মন্তব্য কোন সময়ে করলে তার অর্থের ব্যাপ্তি কতটা কোন পথে যায় তাহলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। নেতাজির আদর্শ দেশবাসীকে অনুসরণ করতে হবে এ কথার উপর যে জোর দিয়ে বললে তার আর একটা অর্থ বয়ে আনে। তাহল মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটন না করলেও চলে। যদি এরকম বলতেন যে মৃত্যু রহস্য উদঘাটন হোক দেশের আগামী প্রজন্ম সত্য জানুক এবং নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক। তবে কোটি কোটি দেশবাসী আপনাদের মন্তব্যে 'আহত' নয় উৎসাহিত হত। ব্যক্তিই বিমূর্ত আদর্শের মূর্ত প্রতীক। যথার্থ আদর্শ প্রতিফলিত হয় সম্পূর্ণ জীবন চিত্তে। আদর্শ সংরক্ষণের স্বার্থেই সেই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন।

একটি বিনম্র খোলা চিঠি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া,

প্রথমেই আপনার কাছে আলিপুর বার্তার মাধ্যমে এই খোলা চিঠি পাঠানোর জন্য ধৃষ্ঠতা মার্জনা চাইছি। অতঃপর সবিনয় নিবেদন এই যে আমি বিমল নন্দী তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রবীন লোকশিল্পী। হাবড়ার নট্ট পাড়ার বাসিন্দা। বর্তমানে ভীষণ অসুস্থ একজন হৃদরোগী। প্রায় বছর দুই আগে মাথায় অস্ত্রোপচারও হয়েছে। আপনার নীতি, আদর্শের উপর আমি বরাবরই আকৃষ্ট। মূলতঃ আমি একজন বাদ্যশিল্পী। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এডিয়াডে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে আমার নেতৃত্বে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া, অশোকনগর থেকে প্রায় ১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। গত শতকের নয়ের দশকের একেবারে গোড়ায় সঞ্জয় মিত্র তৎকালীন উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক থাকাকালীন এই জেলার সাক্ষরতা প্রচার অভিযোনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলাম। আমার নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানের প্রায় ৭–৮ জন শিল্পীও অংশ নেন। এছাড়া হাবড়া শাখা রামকৃষ্ণ মিশনের একাধিক অনুষ্ঠানে এমন কি লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতেও আমি ও আমার সম্প্রদায় বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান সংঘটিত করেছি। এমনকি শান্তিনিকেতনের বহু অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছি।

২০০৮ সালে দেশ ও দশের সেবা নিজের বসতবাড়ি বিক্রি করে 'দেশ আমার' নামে একটি দেশাত্মবোধক অ্যালবাম তৈরি করি। এই অ্যালবামে আছে নয়খানি দেশাত্মবোধক গান সহ বিভিন্ন ভারতীয় মনীষীদের জাতীয় ধ্বনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান্ধিজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', নেতাজির 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' দেশাত্মবোধক সুর ও তালের সংমিশ্রণে সিডিখানি সমৃদ্ধ। উল্লেখ থাকে যে, বসতবাড়ি বিক্রি করে আমি এই দেশাত্মবোধক ক্যাসেট প্রকাশ করার পূর্বে গত ইং ১৮/০৮/২০০৬ তারিখে বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে মহাকরণে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়ে আবেদন করেছিলাম। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সচিব তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকর্তা ২৭/১০/২০০৬ তাং পত্র নং ২৮৪৬এ জানিয়েছেন যে এই বিভাগের পক্ষে দেশাত্মবোধক ক্যাসেট প্রকাশের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করা কোনও রকম সম্ভব না। বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে এই পত্র পাওয়ার পরেই নিরূপায় হয়ে নিজের বসত বাড়ি বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়েই এই জাতীয় কাজটি করেছি।

ঠাকুর নগরের ঠাকুরবাড়ির বড় মা বীণাপাণি দেবী সিডি খানি সম্পর্কে তাঁর শংসাপত্রে জানিয়েছেন, 'দেশ আমার' সিডি বাজালে তার দেশপ্রেমের সুর ও শব্দ যতদূর যাবে, তাতে জনগণের মনে হৃদয়ে স্বাধীনতার জাতীয় চেতনারও জনজাগরণের বৃদ্ধি পাবে ও স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন জয় করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ার পার্সন কৃষ্ণা বসু এবং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীও সিডিখানির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এই সিডিখানির প্রচারের আশায় আপনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আপনাকে বাংলার মুক্তি সূর্য হিসেবে এটি প্রথম পাঠিয়েছিলাম ২০১০ সালের ১৮ জানুয়ারি। কোনও প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় আপনি পেয়েছেন কিনা বুঝতে না পেরে পুনরায় এটি পাঠাই ২০১০ সালের ২৬ জুলাই। দুঃখের বিষয়, তাও প্রাপ্তিস্বীকার পাই না। আমি বড় হতাই হই। এরপর ২০১১ সালে আপনার নেতৃত্বে পশ্চিবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল পরিবর্তনের সরকার। মা মাটি মানুষের সরকার। আমি আবার বড় আশায় বুক বাঁধি। নতুন করে আবার সিডি ও চিঠি আপনার কাছে পাঠাই ২০১১ সালের ৩ জুন। তারও কোনও উত্তর পাই নি। তবুও আমি আস্থা হারাইনি। আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। রাজ্যের প্রায় এগার কোটি মানুষের দায়িত্ব আপনার কাঁধে। চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে ক্রমশ তলানিতে চলে যাওয়া এ রাজ্যের ভাবমূর্তিকে দেশ তথা বিশ্বের দরবারে সামনের সারিতে আনতে ব্যাপক পরিশ্রম করে চলেছেন। আপনি আসর পর আমাদের মত পিছিয়ে পড়া লোকশিল্পীরা নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছে। গ্রামীণ শিল্প যাত্রা জগতকে আবার নতুন করে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনার স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' আজ সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত। এরপর আপনার নেতৃত্বাধীন মাননীয় সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মাধ্যমে ২০১৫–র ২৪ সেপ্টেম্বর এই সিডি আবার আপনার কাছে পাঠাই। আবারও কোন প্রাপ্তি স্বীকার না পেয়ে আপনাকে একটি স্মরণমূলক (রিমান্ডার) চিঠি দিই ২০১৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর। তারও কোনও উত্তর না পাওয়ায় এই খোলা চিঠি।

মহাশয়া, আমাকে ক্ষমা করবেন। এই দেশাত্মবোধের সিডি দেশ আমার তৈরি করার পর আমি আজ সর্বস্বান্ত। অতি কষ্টে আমার পরিবার নিয়ে প্রায় ফুটপাথে বাস করার মতো অবস্থায় আছি। আজ রাজ্যের অনেক লোকশিল্পীরা আপনার দ্বারা উপকৃত। আমি জানি না, আপনি আমার সিডিটা আজও শুনেছেন কিনা। আপনিএকটু আমার দিকে আপনার সদয় দৃষ্টি দিলে আমার এই হতভাগ্য জীবনটা বদলে যাবে বলে বিশ্বাস রাখি। সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই আপনার উদ্দেশ্যে আলিপুর বার্তা'য় আমার এই খোলা চিঠি।

নমস্কারান্তে
বিনীত
বিমল নন্দী

পাঠকের কলমে

তোলাবাজ পুলিশ

বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। পুলিশ বলছে পুলিশের তোলাবাজিতে শিশুমৃত্যু হয়নি। বেপরোয়া গাড়ি চালানোই এর জন্য দায়ী। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সেভাবে পাওয়া না গেলেও আমাদের অভিজ্ঞতায় পুলিশই কাঠগড়ায়। রাস্তাঘাট প্রকাশ্যে দিনে রাতে সবসময়তেই পুলিশকে হাত পেতে ট্রাক, লরি বা অন্যান্য মালবাহী গাড়ি থেকে টাকা নিতে দেখতে পাওয়া যায়। ড্রাইভাররা বলেন না দিলে হয়রানি করবে। এনিয়ে ধর্মঘট, বিক্ষোভও হয়েছে। পরিস্থিতি পাল্টায় নি। কয়েকদিন আগে পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগে সীমান্ত বাণিজ্যে ট্রাক ধর্মঘট হয়ে গেল। অতএব পুলিশকে ধোয়া তুলসীপাতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে লোক হাসাবেন না প্লিজ।

শুভজিৎ ব্রহ্মচারী
গড়িয়া

ঝকঝকে রাস্তায় আতঙ্ক বাড়ছে

পরিবর্তনের পর মা–মাটি–মানুষ সরকারের উদ্দীপনায় রাজ্যের চতুর্দিকে রাস্তা ঘাটের উন্নতি হয়েছে। খানা খন্দে ভরা রাস্তা এবার দেখাই যায় না। কিন্তু রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে বাড়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তাই ঝকঝকে রাস্তায় গতি বেড়েছে। বাড়ছে পথচারিদের আতঙ্ক। পারাপার হওয়া এখন দুশ্চিন্তার কারণ। নিজের বাড়ির সামনের রাস্তাটাও এখন কেমন অচেনা। আমাদের মত বয়স্কদের তো সব সময় প্রাণভয়। উন্নয়ন হোক। সঙ্গে বাড়ুক পথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

সঞ্জয় ঘোষ
মাঝিপাড়া, ঠাকুরপুকুর

সুন্দরবনে গণবিবাহ

বিশেষ সংবাদদাতা : ১৮ জোড়া সাবালক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিল বাসন্তীর 'চুনাখালী এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন'। গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে নব দম্পতিদের উপহার সামগ্রীও দেওয়া হয়। ২০০৯ সাল থেকে এই সংস্থাটি গণবিবাহের আয়োজন করে আসছে। মুসলিম ধর্মের গরিব মেয়েরা তাদের ঘর খুঁজে পেয়েছে এই সংস্থার দৌলতে। এর আগে ৪০ জোড়া বিয়ে দিয়েছে তারা। সম্প্রতি এই মহতী অনুষ্ঠান হয় বাসন্তীর চুনাখালী এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে। ফাউন্ডেশন–এর আর্থিক সহযোগিতায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনার সঙ্গে গণবিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠান স্থল মেতে উঠেছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মন্ত্রোচ্চারণে। শুধু বিয়ে দিয়েই এই সংস্থা তাদের দায়িত্ব সারেনি। নতুন সংসার পাতার জন্য নববধূর পোশাক, কানে ও নাকের সোনার গহনা ও বরের বিয়ের পোষাক সহ সোনার আংটি দেয় তারা। সেই সঙ্গে বিছানা, বালিশ, চাদর, ধুতি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, শাড়ি সঙ্গে কলসি, বালতি, হাঁড়ি, কড়াই, থালা, গ্লাস, বাটি দেওয়া হয়।

গণবিবাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোলটনের হাজি হুসাইন। তিনি সংস্থার সমাজসেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পেসটন থেকে আগত অতিথি আলহাজ ইয়াকুব বক্স বলেন, সুন্দরবনের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকায় সংস্থাটি যেভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে। তা অবশ্যই এক অভিনব উদ্যোগ। সম্মানীয় অতিথি আলহাজ গোলাম আসমল বলেন, আনোয়ার হুসাইন কাসেনীর নেতৃত্বে যে কর্মযজ্ঞ সুন্দরবন এলাকায় শুরু হয়েছে তা অব্যাহত গতি চলছে।

নবদম্পতির বাবা মায়েরা জানালেন, চুনাখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সংস্থাটি আমাদের মতো অসহায় গরিব বাবা মায়েদের কন্যার দায়ের মতো একটি কঠিন সমস্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সংস্থার কর্নধার আনোয়ার হুসাইন কাসেনী জানালেন, অসহায় গরিব ও দুঃখী মানুষদের সাহায্য করাই আমাদের সংস্থার একমাত্র লক্ষ। গণবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্নধার আনোয়ার হুসাইন কাসেনী, শিক্ষক আবুল কাশেম, হাফিজের পিয়াদা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সবাজসেবী আব্দুল মজিদ মোল্লা।

হুগলির ঐতিহ্যবাহী পিতল শিল্প অস্তিত্ব সংকটে

গোঘাট ব্লকের বালি গ্রাম পঞ্চায়েত

রিম্পি ঘোষ

বিগত কয়েক বছর ধরে কাঁসা– পিতল শিল্পের কাঁচামাল, কাঁচামালের পালিশ খরচ এবং চায়না মালের চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় হুগলি জেলার গোঘাট–১ ব্লকের বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ঐতিহ্যবাহী পিতল শিল্প প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। এর ফলে পিতল শিল্পীরা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাগাছিয়া গ্রামের এমনই এক পিতলের ঘটি ব্যবসায়ী নবকুমার আরও জানান, পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই তাঁদের এই পিতলের ব্যবসা। এই এলাকায় মূলতঃ গোয়ালা ও কর্মকার সম্প্রদায়ের বাস। তাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কর্মীই এই সম্প্রদায়ের। আগে প্রায় ২৫–২৬টা পিতলের ঘটি তৈরির কারখানা ছিল। পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে প্রায় ১১টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে নবকুমারবাবু এই পিতলের ঘটি তৈরির ব্যবসায় যোগ দেন। প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। সেই সময় কাঁচামাল কয়লার দাম ছিল কেজি প্রতি প্রায় ৩ টাকা। কিন্তু পরবর্তীকালে এখন সেই কাঁচামালের দাম বেড়ে হয়েছে কেজি প্রতি প্রায় ১২ টাকা। একটি ঘটি তৈরি করতে প্রায় ২ কেজি কয়লা লাগে। সেখানে কয়লার খরচ প্রায় ২৪ টাকা, মোটর টানতে ৫টাকা, ঢালাই করতে ১৫ টাকা, পালিশ করতে ৭ টাকা, ঘষতে ৬ টাকা ও মাটির জন্য ৫ টাকা সব মিলিয়ে প্রায় ৬২ টাকা খরচা হয়। স্থানীয় মহাজনেরা কেজি প্রতি ঘটি কনছে প্রায় ৮৩ টাকায়। এছাড়া, কাঁসা পিতলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শ্রমিকের সমস্যা। বর্তমানে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হল প্রায় ১০০–১৫০ টাকা। নবকুমারবাবুর অধীনে একজন শ্রমিক আছে। সে শুধু ঘষার কাজ করে। তাতে তার দৈনিক মজুরি প্রায় ১০০– ১৫০ টাকা। কিন্তু পিতলের ঘটির চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এই ব্যবসায় লাভ না থাকায় শ্রমিকদের সেই মজুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই পরিবারে একমাত্র নবকুমারবাবু এখন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। একই অবস্থা ওই অঞ্চলের পিতলের কলসি ব্যবসায়ী অবনী মন্ডল, ক্ষুদিরাম কালী অন্যান্যদের।নবকুমারবাবু অভিযোগ করে বলেন, চায়না মালের চাহিদা বৃদ্ধি, বর্তমানে কলকাতার বাজারে গ্রাম – বাংলার সাবেকী আমলের এই কাঁসা পিতলের জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল ও ভিন রাজ্যের মোরাদাবাদের পিতলের জিনিস এখন বাজারে দেদার বিক্রির কারেন বালি অঞ্চলের এই সুপ্রাচীন পিতলের কলসি ও ঘটি মার খাচ্ছে, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। একসময় কলকাতার বাজারে বালি অঞ্চলের ঘড়ার খুব সুনাম ছিল। অথচ এই সবই অতীত। উপরন্তু রয়েছে ঋণ সমস্যা। মহাজনের কাছ থেকে ২ কুইন্ট্যাল পিতল ঋণ নিলে মহাজনরা মাল কেনার সময় কেজি প্রতি ১ টাকা করে কম দেয়। বাম আমলে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ভূমেন রায় চেষ্টা করেছিলেন এই শতাব্দী প্রাচীন শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অনেকবার পঞ্চায়েতে এই নিয়ে সভা হয়েছে। নবকুমারবাবু আক্ষেপের সঙ্গে জানান, কয়লার পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহার করে কিংবা আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ করার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একই সুর এলাকার আরেক পিতলের কলসী ব্যবসায়ী অবনী মন্ডলের গলাতেও। অবনীবাবু জানান, এটা তাঁদের পূর্বপুরুষদের ব্যবসা। তাঁর অধীনে প্রায় ৫ জন শ্রমিক কাজ করে। এদের দৈনিক মজুরি প্রায় ৭০ টাকা করে। একটা পিতলের কলসী তৈরি করতে খরচা হয় প্রায় ৪০০ টাকার ওপরে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি খরচা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবসায়ে আর আগের মতো লাভ নেই বলে অবনীবাবু আক্ষেপের সঙ্গে জানান। আট–নয়মাস আগে নবগঠিত এদের ব্যবসায়ী সমিতি সম্প্রতি সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্য চুঁচুড়াতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরে সব কাগজপত্র পাঠিয়েছে। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তাই বর্তমান প্রজন্মের ছেলে–মেয়েরা এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা এখন বিকল্প পেশার দিকে আগ্রহী। ক্ষুদ্র কুটির ও শিল্প দফতর এই বিষয়ে সক্রিয় হলে তবেই এই মৃতপ্রায় শিল্পের সুদিন ও ঐতিহ্য ফিরে আসবে। নয়ত, বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই পিতল শিল্প ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। সম্প্রতি কলকাতায় এক শিল্প সম্মেলন হয় যেখানে শিল্প গড়ার জন্য ঘটা করে বাইরে থেকে শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু ঘরের মৃতপ্রায় শিল্পগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি পর্যায়ে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেইদিকেই তাকিয়ে এখন পিতল শিল্পীরা।

পাইকপাড়ায় গণবিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে পাইকপাড়া আলোয় ফেরা–এর উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে এক গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হবে পাইকপাড়া ইন্দিরা মাতৃসদন হাসপাতাল ময়দানে গৌতম হালদারের নেতৃতেব। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর মানুষজনের মধ্যে থেকে প্রায় ১৫০ জন এই বিবাহ অনুষ্ঠানে নবপরিণয়ে আবদ্ধ হবেন বলে জানা যায়। সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন আলোয় ফেরা সংস্থাই বলে জানালেন সংস্থার অন্যতম আধিকারিক এস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে আলোয় ফেরার সম্পাদক হলেন দমদম ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর গৌতম হালদার। অনুষ্ঠানের দিন হাজির থাকবেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা সাহা, বিশিষ্ট তবলা বাদক পন্ডিত কুমার বসু, নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার সহ আরও অনেকে। এই বছরে গণবিবাহের অনুষ্ঠান পাঁচ বছরে পরেছে বলে জানালেন বন্দ্যোপাধ্যায়বাবু নিজেই। কেন হঠাৎ করে গণবিবাহের অনুষ্ঠান করা হল তা জানতে চাইলে এস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সবাই তো রক্তদান শিবির, বস্ত্রদান শিবির করেন কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কন্যাদায় গ্রস্ত পিতাদের কথা কে ভাববেন? তাই সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ বলে জানান এস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। টোটাল বাজেট কত? তা জানতে চাইলে এস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে জানান।

শেষ হল মহকুমা বইমেলা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিয থানার রেলওয়ে পার্শ্বস্থ মাঠে শেষ হল ১৫ তম বর্ষ মহকুমা বইমেলা। এই ক্যানিং মহকুমা বইমেলার উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল। মেলায় উপস্থিত ছিলেন নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক দীপক কুমার বড় পন্ডা, নির্মল গোস্বামী, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ, ক্যানিং–১ খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার প্রমুখ। নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্রোপাধ্যায় যেভাবে সাহসীকতার সাথে রাজ্যে নেতাজির গোপন ফাইল প্রকাশ করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানায়। তিনি এদিন নেতাজি নিখোঁজ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন বই মেলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার হয়। বই মানুষের অন্ধকারকে দূর করতে পারে। এই মহকুমায় এমন ধরনের বইমেলার প্রয়োজন আছে। উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানায়। বই মেলার আয়োজক পল্লব সাহিত্য পত্রিকা। বইমেলা চলে ১০–১৬ ফেব্রুয়ারি। মেলায় ছোট বড় মিলে ৬০টি বুক স্টল বসে। বই ছাড়া মেলার সাংস্কৃতি মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভা, বসে আঁকো প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বই মেলার সম্পাদক কার্ত্তিক দাস বলেন এলাকার পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়ক এবং স্থানীয় মানুষজন সব রকম ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে আরও বড় মাপের মেলা করার জন্য সজাগ দৃষ্টি থাকবে। মেলার শেষর দিনে বসে আঁকো প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিমনসুর মিস্ত্রী, বিশিষ্ট সমাজ সেবক শুভেন্দু মণ্ডল, সত্য নারায়ণ পার্শ্বি প্রমুখ। ক্যানিং–১ বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিমনসুর মিস্ত্রী বলেন পড়াশুনার সাথে সাথে ছাত্র–ছাত্রীদের কমপিউটার শিখতে হবে। ক্যানিং–১ ব্লকের তালদি অঞ্চলে প্রায় এক হাজার সংখ্যা লঘু মহিলা এনডিএলএম–এ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিগত বাম সরকারের আমলে শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, সেচ, কৃষি, বিদ্যুৎ প্রমুখ বিষয়ে ভেঙে পড়েছিল তা সকলের কাছে অজানা নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। তবেই অনুপ্রেরণায় ৮০ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্র–ছাত্রীকে রাজ্য সরকার স্কলারশিপ দিয়েছে। বইমেলার শিক্ষার আলো ছড়ায়। তাই এমন ধরনের মেলার প্রয়োজন আছে এই মহকুমায়।

কৃষ্ণপুরে মৎস্য মেলার অভিনবত্ব মন কাড়লো সকলের

নিজস্ব সংবাদদাতা: শীতকাল মানেই মেলার মরসুম। জেলার আনাচে– কানাচে বইমেলা, কৃষি মেলা, স্বাস্থ্যমেলা তো লেগেই থাকে। কিন্তু মাছমেলা সহজে চোখে পড়ে না। তাও আবার এইসময়। মাছের মরসুম মানেই বর্ষাকাল। কিন্তু এই অসময়ে এতবড় মাছের মেলা এই বিরল দৃশ্যের স্বাক্ষী হতে হলে অবশ্যই আসতে হবে হুগলি জেলার আদি সপ্তগ্রাম ও ব্যান্ডেলের মাঝামাঝি কৃষ্ণপুরে। মৎস্যমেলা সংলগ্ন রঘুণাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপীঠ সূত্রে জানা যায়, বাংলার ষড়বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রকৃত পদবী ছিল মজুমদার। তাঁর পিতা গোবর্ধন দাস মজুমদার ছিলেন বন্দর শহর সপ্তগ্রামের তৎকালীন জমিদার। এই গোবর্ধন দাস মজুমদারের পুত্র রঘুনাথ দাস পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী। একদিন বৈষ্ণব ভক্ত রঘুনাথের বন্ধুরা তার কাছে মাঘ মাসে অসময়ে ইলিশ মাছ ও কাঁচা আম খেতে চান। শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও দয়ায় রঘুনাথ স্থানীয় পুকুরে জাল ফেলে ইলিশ মাছ ও গাছ থেকে কাঁচা আম পেড়ে টক করে খাওয়ান।

এই বিরল ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর মাঘ মাসে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া সংলগ্ন এলাকায় মহাসমারোহে মাছের মেলার আয়োজন করা হয়। হরেক মাছ রোজ যেমন বাজারে পাওয়া যায় যেমন রুই, কাতলা গুর্জালি, ভেটকি তেমনি যে সব মাছ সচরাচর পাওয়া যায় না যেমন হালুয়া মাছ, সার্টিন, রকেট মাছ মৃগেল মাছ, কাকতারা মাছ ইত্যাদি দৈনন্দিন যে দামে বিক্রি হয় তার থেকে অনেক বেশি, চড়া দামে বিক্রি হয়। কুন্তিঘাট, সাহাগঞ্জ ইত্যাদি স্থান থেকে প্রায় শতাধিক মাছ বিক্রেতা এখানে এসে ভিড় জমান। রকমারি মাছের পসরার পাশাপাশি কম্বল, মাদুর ঝুড়ি, মাটির পুতুল ইত্যাদিও রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে। রকমারি মাছ ও সেই মাছ কিনে এখানে রান্না করে খাওয়ার লোভেই অনেক দূর–দূরান্ত থেকে অসংখ্য লোক এখানে পিকনিক করতে আসে। এখানে মাছের মেলায় সুবিধা হল বড় সাইজের দামি মাছ বিক্রির পাশাপাশি ক্রেতাদের চাহিদামত বড় মাছ থেকে আলাদা করে পিস কেটে কম দামে বিক্রি করেন মাছ বিক্রেতারা। তাই কম বাজেটেও ভূরিভোজ ও রসনা তৃপ্তির অঢেল সুযোগ রয়েছে এখানে। সেই কারণে শুধু কৃষ্ণপুর সংলগ্ন এলাকা থেকেই নয় দূর–দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে এসে ভিড় জমায়। অথচ জেলা মৎস্য দপ্তর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানানো হয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে এই মেলার কথা জানতে পারা গেছে। এই মেলা কত তারিখে হয় আগে থেকে তা জানা ছিল না। তাই এই মেলায় কোনও সরকারি উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে পরের বছর এই মেলায় সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে এমনটা আশা করা যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত ''নিজ গৃহ নিজ ভূমি'' প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে বাস্তু তৈরীর জন্য উপযুক্ত জমি বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সরকার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সর্বপ্রকার বিবাদমুক্ত ও নিজ দখলে থাকা, বিক্রয়ে আগ্রহী জমির মালিকদের সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগ্রহী ব্যক্তি ২৯/০২/২০১৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমির নিজ নামের দলিল ও পর্চার প্রতিলিপি সংযুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট দরখাস্ত জমা দিবেন।

সংশ্লিষ্ট এলাকা : ব্লক–ক্যানিং ১
মৌজা– উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া
জে.এল.নং–৯৭
প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ–১০ শতক

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাষক ও
জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২৫৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৮.২.২০১৬

কাকদ্বীপে সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কাকদ্বীপ
যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
100 %
Job News
সুন্দরবন
মহাবিদ্যালয়
Phone-
9732588327
সরকারী ডিপ্লোমাটি
Employment Exchange-এ
নথিভুক্ত করুন।
Graduation-এর আগেই সরকারী
'Computer Diploma' প্রাপ্ত হয়ে যাও।
ভর্তি চলিতেছে
Job oriented Carrier Course :
IT, Multimedia, F.A., Auto Cad,
Hardware, Networking & Web Designing

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: **10**/BPS OF **2015–2016**
MEMO NO: **43**/BPS dt. **28.01.2016**

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co-operative societies for construction OF 22(Twenty Two) Number of 'A.W. Centres' work under Baruipur Panchayat Samity.

A)	Date of Publishing :	10/02/2016 at 18.00
B)	Bid Documents Download Start Date :	10/02/2016 at 18.00
C)	Online Submission Start Date :	10/02/2016 at 18.00
D)	Bid Submission Start Closing Date :	21/02/2016 up to 17.00
E)	Submission of Hardcopy (All documents including EMD & Tender cost):	21/02/2016 up to 17.00
F)	Technical Bid Opening Date :	23/02/2016 at 12 Noon

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

মাতৃভাষা তায় ভাষীদের কাছে আনুগত্য চায়

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নিজ দেশে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে আত্মত্যাগের ঘটনা বিশ্ব মানচিত্রে বিরল। ২০১৬–র ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের বরকত প্রমুখ অসমের শিলচরের ধীরেন্দ্র সূত্রধর সহ ১১ জন ভাষা শহিদ ত্রিপুরার বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষী সুদেষ্ণা সিনহা, পুরুলিয়ার রঞ্জিত সরকার, তামিলনাড়ু, আয়ারল্যান্ড, ক্যাথেরুনের বিবিয়া ভাষী সহ সমস্ত ভাষা শহিদদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করবে।

ভাষা শহিদদের বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব বাংলাদেশের কানাডায় চাকুরিরত আব্দুস আলাম এবং রফিকুল ইসলামের। ওরাই প্রথম এই বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি নির্দিষ্ট করা হল কেন? ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। ওই দেশের পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষীরা নিশ্চিত ছিল বাংলা ভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার একমাত্র উর্দু ভাষাকে স্বীকৃতি দিল।

বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রথমে তমুদ্দিন মজলিশ মঞ্চ গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। জমা আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে এরপর গঠিত হয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১

ফেব্রুয়ারি পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। সরকার নমনীয় না হয়ে পীড়নের রাস্তা বেছে নেয়। সভা, অবস্থান বন্ধ করে সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে।

১৪৪ ধারা অমান্য করে আন্দোলন জারি রাখার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ছাত্রদের দৃঢ়তায় আন্দোলন জারি রাখার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী এবং শাকিয়ার নেতৃত্বে ২১ ফেব্রুয়ারি সকল দশটায় প্রথম দলটি ১৪৪ ধারা অমান্য করে কারাবরণ করে। লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ফাটিয়ে কাজ না হওয়ায় পুলিশ আন্দোলন বন্ধ করতে গুলি চালায়। গুলিতে বরকত, আলাউদ্দিন, আব্দুল জব্বার, রফিক উদ্দিনরা নিহত হন। নিখোঁজ এবং আহতের সংখ্যা অনেক। অবশেষে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই পটভূমি থেকেই রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ৩০ তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে।

ভাষা হল মানুষের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করার একমাত্র হাতিয়ার। নিজের মনের কথা সহজ ভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মানুষ তার মাতৃভাষায় সব থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মানুষের আবির্ভাবের সময় তার কোনও ভাষা ছিল না। ওই সময় মানুষ দুঃখ এবং আনন্দ প্রকাশ করত আকার ইঙ্গিত ও ধ্বনির মাধ্যমে। নানা বিবর্তনের হাত ধরে এল ভাষা। লিপির জন্য অপেক্ষা করতে হল আরও কিছু দিন।

পৃথিবীর মানুষের ভাষা যদি অভিন্ন হত তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হত। কিন্তু ভাষা অভিন্ন হল না। তাই তো বাংলা ও তামিল ভাষী দুই ভারতীয় এক জায়গায় থেকেও আলাদা। ভাষা অভিন্ন না হওয়ার কারণ আবহাওয়া। সেখানকার জলবায়ু এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা গড়ে ওঠে। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরি হয়েছে অক্ষর।

বৈচিত্র আবহাওয়ার জন্য ভারতে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ভাষা। মূল ভাষার পাশাপাশি রয়েছে উপভাষা। এখানে একটি ভাষা বা অন্য একটি ভাষার অক্ষর নির্দিষ্ট করে সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

টিঁকে থাকতে মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। ঠিক তেমনই ভাষাকেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন লড়তে হচ্ছে। মূলত ভাষায় প্রতিপক্ষ হল (১) নিজ ভাষী, (২) নতুন জায়গায় তার স্থানীয় ভাষা, (৩) নতুন প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র।

টেলিভিশন বিনোদনের বড় মাধ্যম। বাংলা চ্যানেলগুলিতে আজগুবি এবং আইন ভাঙা গল্পের পাশাপাশি এমন সব বাংলা সংলাপ বলানো হচ্ছে তাতে মূল অর্থ পালটে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও বিজ্ঞাপনে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে বিদঘুটে বাংলা ভাষা প্রচার করছে। বাংলার বুদ্ধিজীবী এবং বাংলা ভাষীরা কিন্তু উদাসীন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রেরও কোনও তদারকি নেই!

স্মরণ থাকে ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে ছয় হাজার ভাষা এবং অগুন্তি উপভাষা বিলীন হয়ে গিয়েছে। একটি ভাষার মৃত্যুর অর্থ ওই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস হারিয়ে যাওয়া। বাংলা ভাষা তার ভাষীদের কাছে আনুগত্য পেতে চায়।

বাংলা আমার আজ আর মন কাড়ে না

সুকুমার মণ্ডল

মোদের গরব মোদের আশা, আ–মরি বাংলা ভাষা – এমন প্রাণ–জুড়োনো ডাকে শহুরে বাঙালিরা আজ আর মোটেও আপ্লুত হয় না, বরং আপনার কান বাঁচিয়ে চাপা স্বরে বাঁকা মন্তব্য করে বলবেন, বাংলা বাংলা করে অত আদিখ্যেতার কি আছে বুঝিনা! এবং এই মন্তব্যে বক্তাকে ঘিরে–থাকা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে থেকে কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ উঠবে না, উল্টে কানে ভেসে আসবে হাসির হররা, তাতে তাচ্ছিল্য ও করুণা মেশানো। বাংলাভাষীরা আজ বাংলা ব্যবহারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার। এসব দেখলে আপনার মনটা হয়তো বেশ দমে যায়, পাল্টা দু–কথা শুনিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হলেও সেটাকে চেপে রাখেন, যেমন অনেক জিনিসই প্রত্যহ আমরা বেমালুম চেপে যাই!

বাংলার প্রতি এমন মার মার মনোভাব কেন, সে কথা যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা যেত ...! বাংলা ভাষায় কথা বললে, বাংলা ভাষায় লেখালেখি করলে ভবিষ্যত বেবাক অন্ধকার, এমনটাই এঁরা বলে থাকেন। এই ভবিষ্যত বলতে ঠিক কি বোঝাতে চান এঁরা। আমার মন্তব্যকে ফুতকার দিয়ে একজন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মা–লক্ষ্মী বললেন, ভবিষ্যত মানে ভালো মাইনের চাকরি, দুর্দান্ত আবাসনে পেল্লায় ফ্ল্যাট, ঢাউস মোটর গাড়ি, বড়লোক ও হোমরাচোমড়াদের তথাকথিত ক্লাবের সদস্য পদ, প্রতি বছর ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা নিদেন ব্যাঙ্কক–সিঙ্গাপুরে বেড়িয়ে আসা। চাকুরিতে পোস্টিং যদি ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও হলে তো আর কথাই নেই। এই সব সফল ছেলেমেয়েদের গর্বিত পিতা–মাতারা শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বালুরঘাট, সল্টলেক কিংবা বাগবাজারে তাঁদের সাধের বাড়িতে নিরালায় দিন কাটান, ছেলে বা মেয়ের স্পনসরশিপে এক আধবার বিদেশে ঘুরে এসে জীবন সার্থকও করেন।

এই সব সফল ছেলেমেয়েদের একটিই গুণ, এঁরা ডিপ টিউবলের মতো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে। এরা বাংলায় কথা বলে না, বাংলা পড়ে না, বাঙলায় যারা কথা–টথা বলে তাদের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকায়। এরা যে একদা কোনও বাঙালি পরিবারে কপালদোষে (!) জন্মে ছিল, সম্ভব হলে সেই সত্যিটাও ভুলে যেতে চেষ্টা করে। পেশার ক্ষেত্রে এরা নির্মম। অথচ আক্ষেপের কথা হল এত অসংখ্য সফল রোজগার–মেশিনের মধ্যে থেকে ব্যতিক্রমী কোনও মানুষের কথা উঠে আসে না, যাঁরা আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে, দেশে–বিদেশে সম্মান অর্জন করবে, ভারতের নাম উজ্জ্বল করবে। এমন উত্তরপুরুষ তৈরির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন কি আপনি! কখনও কি মনে হয়েছে, নিজের উত্তরপুরুষটিকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে তৈরির চেষ্টা করলে জন্মভূমিকে সত্যিকারের কোনও প্রতিদান দেওয়া হত!

স্বাধীন বাংলাদেশ যেটা সহজে পেরেছে আমরা সেটুকুও করে উঠতে পারিনি। কারণ বাঙালিদের অনেক আপদ। স্বাধীন ভারতে এতগণ্ডা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রধান ভাষা যে সেসবের গুঁতোগুতিতে বাংলা কোণঠাসা হয়ে টিমটিম করছে। বাংলা ভাষার জন্য বাড়তি ভালোবাসা তৈরির কোনও চেষ্টা আমরা বাঙালিরাই করিনি, তো অন্য ভাষাভাষীরা খাতির দেখাবে কেন ভাই। ফলে, পাটনা–ভাগলপুর–দিল্লী–বিলাসপুর–রায়পুর–রাঁচী–কটক–বালেশ্বর ইত্যাদি ভিন রাজ্যের শহর থেকে একদা–চালু বাংলা স্কুলগুলি একে একে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্য ভাষাভাষীদের বাংলা ভাষা শেখানোর বদলে আমরা গোড়াতেই হিন্দি আর ইংরেজির সাহায্য নিই। মজার কথা হল, এ রাজ্যে বসবাসকারি পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি ভিন রাজ্যের মানুষেরা বাংলায় থাকার সুবাদে এবং তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে বাংলা কথ্য ভাষা রপ্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন, কেমন ঝরঝরে বাংলা বলতে শিখে যেতেন।

তবু আমরা তাদের সঙ্গে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা চালিয়ে যাওয়াকে বাহাদুরি মনে করি! আমরা কিন্তু বাংলায় বসবাসকারী অ–বাঙালিদের বাংলা শেখানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি না। ভেবে দেখুন, তেমন প্রচেষ্টা থাকলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলায়–কথা–বলা লোকের সংখ্যা বাড়তো বৈকি।

আজকাল যে জিনিসটা পথে ঘাটে হরদম চোখে পড়ছে, তা হল বিজ্ঞাপনে ভুল বাংলা বানান এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দকে বাংলা অক্ষরে লেখা হচ্ছে, যদিও সেই সব শব্দের সহজ ও একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। ভাষাকে আমরা মা বলি, অথচ সেই মা–য়ের অঙ্গহানি কেন ঘটাচ্ছি। ছাপার আগে একবার কি ভুল বানানগুলিকে সযত্নে শুধরে দিতে পারি না। প্রয়োজনে শব্দকোষের সাহায্য নিতে হলে তা দোষের কোথায়! সেখানেও আমাদের ভুবন–বিখ্যাত আলসেমি!

ভেবে দেখুন, বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু কে! এবং এরপরও প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ফিরে এলে আমরা উদ্বেলিত হই, তাতে আমার আক্ষেপ নেই। বাংলা ভাষা নিয়ে অনেক বেশি সংখ্যক শহিদের রক্ত–ঝরানো আরও একটি দিবস ১৯শে মে (শিলচর ১৯৬১) কিন্তু ততটা প্রচার ও অনুগমন আদায় করে উঠতে পারেনি। ঢাকার রক্তাক্ত ঘটনায় ভিলেন পাকিস্তানী খান সেনা, কিন্তু শিলচরের মাটিতে বুলেট চালিয়েছিল স্বাধীন ভারতের পুলিশ বাহিনী। শিলচরের ভাষা–শহিদদের হত্যাকারীদের ধিক্কার দিতে সেজন্যই কি এত দ্বিধা, নাকি রাজনৈতিক নেপথ্য–তর্জনী!

২১–কে সেলাম, আর ১৯ কে সুবিধেমতো ভুলে গেলাম! সাবাস্ ..এই না হলে বাঙালি। বাংলা ভাষা–শহিদ দিবস পালন করার মতো নির্লজ্জ দ্বিচারিতা আমরা ছাড়া আর কারা দেখাবে !

সরস্বতী বন্দনা

আলিপুর বার্তা দফতরের সরস্বতী পুজো

সরস্বতী শিশু মন্দিরে মিলন মেলা

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বৃহত্তর কল্যাণগড়ের অত্যন্ত পরিচিত অন্য ধারার মূল কল্যাণগড় সরস্বতী শিশু মন্দির। প্রতি বছরের মতো অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পুজো। সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক পর্বও।

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও মূল প্রাঙ্গনটি রূপ নেয় মিলন মেলার। অশোকনগরের বিধায়ক ধীমান রায়, পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, সহ–সভাপতি পাঁচুগোপাল হাজরা, সম্পাদক গোপাল নন্দী, কল্যাণগড় বিদ্যামন্দিরের সভাপতি সমীর দাস, স্বদেশ মুন্সী, রতন চক্রবর্তী, জহরলাল সরকার, পুলিনকৃষ্ণ দাস, অমর চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ দাস, হিমাংশু দাস, রণজিৎ ভট্টাচার্য, ডা. সুশীল ভট্টাচার্য, নিখিল দাস, জীতেন মালী সহ বহু পরিচিত মুখ এই সরস্বতী পুজোর মিলন উৎসবে সামিল হয়েছিলেন। এই পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতাও।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রথম সরস্বতী পুজো আয়োজন করল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। মহিলা পুরোহিত দ্বারা পুজিত হন বাগদেবী। ছবি : মহাশ্বেতা গায়েন (হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার)

অঙ্গনবেড়িয়ার আঙ্গিনায় মন খারাপের সন্ধে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

মাঘের শেষ বিকেলে ঢুকে পড়েছিলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রাম অঙ্গনবেড়িয়ায়। আসলে, আমি আর চিত্র–শিল্পী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল সামালীর বিবেকনিকেতন–এ একটি কর্মশালায় যোগ দিতে গেছিলাম। কাজের শেষে গেছিলাম বড়পুকুরে। ঠাকুরপুকুর থেকে সামালীর পরে কেয়াতলাহাটের দিকে যেতে, বড়পুকুর একটা পাড়া। বিষ্ণুপুর থানায় পড়ে এটা। এই নামে একটা বাস স্টপেজ আছে। সেই বাস স্টপেজ থেকে যত ভেতরে গেছি, দেখেছি আরো কত গ্রাম।

আর বড়পুকুরে দেখা হয়েছিল গুরুসদয় সংগ্রহশালার কর্মশালায় অংশ নেওয়া এক ছাত্রীর সঙ্গে। সে ভোলানাথ বিদ্যালয়ে ক্লাস টেন–এ পড়ে। গ্রামের ভেতর ঢালাই করা রাস্তা। সেই রাস্তার ওপর ওরা কয়েকজন। পনেরো–ষোলো বছরের মেয়েগুলি চাদর গায়ে নানা কথা বলছিল। আমাদের দেখে অবাক হয়েছে। বলেছে,

– আপনারা সত্যি আমাদের গ্রামে এসেছেন? একটা বিস্ময়ের ঘোর ওদের চোখে–মুখে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়না, এইসব গ্রামেও কেউ বেড়াতে আসতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম,

– এরা কি তোমার বন্ধু?

মুসলিম মেয়েটি খুব জড়সড় হয়ে বলল,

–না, না, এরা আমার বান্ধবী।

হাসলাম।

মেয়েটি বলল,

– আমার বাড়ি যাবেন না?

বললাম, আজ নয়, পরে কোনো একদিন যাব। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার নামবে। তার আগে গ্রামটা যতটা পারি দেখে নিই। দু'পাশের সারি সারি উঁচু গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝেই পুকুর, ছোটখাটো দিঘি। ঢালাই রাস্তাটার পাশে বড় পুকুর। এই পুকুরটার জন্য জায়গাটার নাম 'বড়পুকুর' কিনা কে জানে? পুকুরের চারদিকে বেশ বড়সড় নারকেল গাছ। সেই গাছের ছায়া পড়েছে পুকুরের কালো জলে। জলে আকাশের ছায়াও একটা মোহময় পরিবেশ তৈরি করছে। আকাশের বুক চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। সব নিজেদের বাসায় ফিরছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলেন। মেয়েগুলো কাছে এল। ওরা বোঝার চেষ্টা করল, স্যার কী দেখছেন। মেয়েগুলো কর্মশালায় তিনদিন স্যারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় ছবিটা বোঝাচ্ছেন। আর ওরা মন দিয়ে শুনছে। মুসলিম মহল্লায় অনেকে সেই দৃশ্য দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ঢালাই রাস্তাটার দু'দিকে মাটি নেই। মোটর সাইকেলে যারা যাচ্ছে, তারা বেশ জোরেই এই রাস্তা পেরোচ্ছে। যেকোন সময় বিপদ হতে পারে। আমরা আরো এগোচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, জানি না। রাস্তায় এখন অন্ধকার। সাইকেল গড়িয়ে একজন বৃদ্ধ হাঁটছিলেন। মাথায় হনুমান টুপি। পরনে ফুল–প্যান্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। বড় চাদরটা গোটা শরীরে প্যাঁচানো। বললাম,

– আপনি কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

– আমার কুড়ি পুরুষ এক 'পিড়ি'তে পাশের গ্রামে আছি। আমরা এদেশীয় মানুষ।

– কী করেন আপনি?

– প্রথম জীবনে সিমেন্ট রডের ব্যবসা ছিল। দ্বিতীয় জীবনে করলাম ইটের ভাটা। ইট সাপ্লাই দিতাম। এখন করেছি কয়লা সাপ্লাই–এর ব্যবসা। কেয়াতলাহাটে কয়লার ব্যবসায়ী বললেই, যে কেউ আমার দোকান দেখিয়ে দেবে। কোলিয়ারি মানেই 'সর্দার বিল্ডার্স'। নামটা এক আছে। ইট–সিমেন্টের ব্যবসার সময় এই নাম ছিল।

সাইকেলের দু'দিকে দুটো ভারী ব্যাগ। ওতে আনাজ বাজার ভর্তি। বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম,

– তা, আপনার বয়স কত?

– সামনের ফাল্গুনে ৭৩ পুরাবে।

বয়সের খুঁটিনাটি তাঁর জানা। এখানে রাস্তাটা মাটির, আগের মতন এত মসৃণ নয়। কোথাও কোথাও ইট বিছানো। অসমান রাস্তায় 'নজর দিয়ে' হাঁটতে বললেন ৭৩–এর মানুষটা।

– আপনার অসুবিধা হয় না? জানতে চাই।

– বললাম না, আমার কুড়ি পুরুষের বাস এখানে। জন্ম থেকেই তো এই পথে চলছি। রাস্তাতো আরো খারাপ ছিল। এখন অনেক ভালো হয়েছে। তখনতো রাস্তা ভূতের মতন অন্ধকার ছিল। এখনতো দেখছেন, রাস্তায় ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বলছে।

যাওয়া আসার পথে পথে

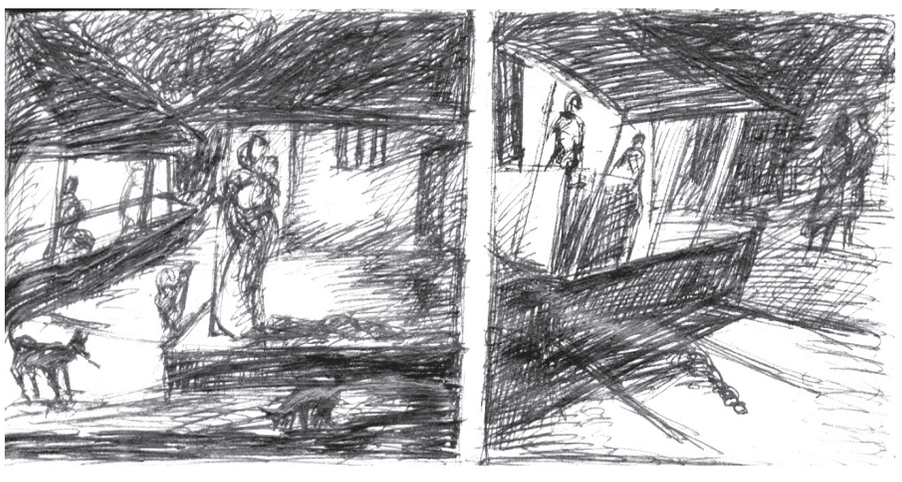

সেই বাল্বের আলোয় আমাদের মুখ দেখলেন তিনি। এতক্ষণ মুখ দেখেননি। শুধু কথা শুনেছেন। বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, আপনারা অল্প বয়সী।'

সাইকেলের মানুষটা বয়স্ক মানুষ দেখে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন,

– আপনারা এখানে কোথায় উঠেছেন?

–বিবেকনিকেতন–এর আশ্রমে।

– ও, রাজারমাঠে!

– ওটা রাজারমাঠ নাম নাকি?

– হ্যাঁ। আগে ওই জায়গা ময়ূরভঞ্জের রাজার ছিল। সরকার একসময় ওটা খাস করে দিয়েছিল। পরে সরকার আশ্রম করার জন্য তরুণ গুহ–র সমিতিকে দেয়। তরুণবাবুরাই ওখানে অনাথ আশ্রমটা চালাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর বলেন, অবশ্য তরুণবাবু এখন মারা গেছেন। ওঁর সমিতি ওটা চালায়।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাই আমরা। ওখানে মনসাতলায় একটি শিশু প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। মনসাতলায় তিনটি বারামূর্তি। মনসা গাছটা লম্বা হয়ে খানিকটা ওপরের দিকে উঠে গেছে। শিশুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। কয়েকদিন আগে ১ মাঘ বারামূর্তির পুজো হয়েছে। এই বারামূর্তি বাস্তুদেবতা হিসেবে পূজিত হন।

আমরা আবার চলতে শুরু করি। ভদ্রলোক বাড়ির গল্প শুরু করেছেন। দুই মেয়ে। দুই ছেলে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে হাইস্কুলের শিক্ষিকা। ছোট ছেলে ব্যবসা করে। বড় ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী। বেশ আনন্দে চলেছেন তিনি। আমাদের মুখ দেখার পর বেশ নিশ্চিন্ত মনে নানা কথা বলছেন। দু'দিকে ঘরে ঘরে আলো। ছেলে–মেয়েদের পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এটা বাহ্মণ পাড়া। চ্যাটার্জি, মুখার্জিরা থাকেন এখানে।

তিন মাথার মোড়ে এসে মানুষটা সাইকেল হেলান দিয়ে রাখলেন একটা দোকানের গায়ে। বললেন,

– কোনদিকে যাবেন বলুন?

– সামালীর মোড়ে যাব। মৃত্যুঞ্জয় বললেন।

– তবে, আমাদের বাড়ি হয়ে ঘুরে যাবেন।

তিনি নাছোড়বান্দা। আমাদের ব্যস্ততার কথা জানাই তাঁকে। 'তবে, চলুন আমার সঙ্গে। আপনাদের এগিয়ে দিই।' তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি সামনে, আমরা পেছনে।

খানিকটা এগিয়েই ভোলানাথ হাইস্কুল। স্কুলের পেছনে মাঘী পূর্ণিমার রথ রাখা আছে। মাঘী পূর্ণিমার দিন এই রথ বার করেন স্থানীয় মানুষেরা। অন্ধকারে রথের কাঠামোটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আরো খানিকটা এগিয়ে বেশ প্রাচীন একটা পাকার বাড়ি চোখে পড়ল। ঢোকার মুখে বড়সড় গেট। ওখানে সাল লেখা আছে। অন্ধকারে সেই সাল দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চারদিকে পুরাতাত্ত্বিক গন্ধ।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখে কোনো কথা নেই। হয়তো, আলোছায়ার মায়াবি জাফরিতে, টুকরো টুকরো ছবি তৈরি হচ্ছে, আবার ভেঙেও যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে। কত কি দেখা হয়নি এই গ্রামগুলোর। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা ভাঙেন সেই ভদ্রলোক। বলেন, 'সামনে আর কিছুটা গেলেই সামালী মোড়। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। কাল কেয়াতলাহাটে এসে বলবেন পঞ্চানন সর্দার–এর দোকান কোনটা, যে–কেউ দেখিয়ে দেবে।'

কাঁসার থালার মতো ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। দূরে কোনো এক জায়গা থেকে মন খারাপ করা গান ভেসে আসছে। দুধ সাদা চাঁদের আলোয় চরাচর ভাসছে। মাঠে ঘাটে চাঁদের আলোয় গাছের ছায়া। মৃত্যুঞ্জয়বাবু চুপচাপ। যেন বিষণ্ণ।

স্কেচ: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

মাঙ্গলিকী

বিধায়ক সমীর রিকসাওয়ালায় মুগ্ধ দর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী তথা বর্ধমানের তৃণমূল নেতা স্বপন দেবনাথ যাত্রায় নিয়মিত অভিনয় করে নজর কেড়েছেন। পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানাও অভিনয় নিয়ে কম যান না। তাঁর অভিনয়ের প্রতি ভালবাসা এলাকার সব মানুষ জানেন। প্রতিবছর যাত্রা করেন। এলাকার মানুষের আবদারে যাত্রাপালার অভিনয় সংখ্যা বছরে কুড়ি ছাড়িয়ে যায়। এবার সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে স্কুলের নাটকেও অভিনয় করলেন সমীরবাবু। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগে অভিনয়কেও হাতিয়ার করেছেন তিনি। পাথরপ্রতিমার গুরুদাসপুর মহেন্দ্রপুর ইন্দ্র বিদ্যামন্দিরে শনিবার অনুষ্ঠিত হল নাটক 'ছদ্মবেশী কয়েদি'। এই স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করছেন সমীরবাবু। শিক্ষকতা করার সময় থেকে রাজনীতি করছেন। হয়েছেন বিধায়ক। স্কুলে প্রতিবছর সরস্বতীপুজোয় নাটক হয়। শিক্ষক সমীরবাবু তখনও অভিনয় করেছেন।

২০০৯ সালে স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্কুলের সরস্বতী পূজোয় নাটক করার শখটা ছাড়তে পারেন নি। এ বছরের 'ছদ্মবেশী কয়েদি' নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিলেন সমীরবাবু। এই নাটকের রচয়িতা স্থানীয় মানুষ ভগীরথ গিরি। এক গরিব রিকসাওয়ালার ভূমিকায় তিনি ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্য। শনিবার সন্ধেয় স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল নাটক। সমীরবাবুর অভিনয় সকলের নজর কেড়েছে। স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক–শিক্ষিকার পাশাপাশি এলাকার প্রচুর মানুষ দর্শকাসনে বসেছিলেন। সমীরবাবুর অভিনয় দেখে বারে বারে হাততালিতে ফেটে পড়েছে অডিটোরিয়াম। হাততালি পেয়ে উজ্জীবিত হয়েছেন সমীরবাবুও। এদিন নাটক শেষে মেকাপ খুলতে খুলতে সমীরবাবু বলেন, 'যাত্রা, নাটকের প্রতি অনুরাগ ছোট থেকে। এই স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। প্রতিবছর সরস্বতীপুজোয় নাটক হয়। তখন থেকে অভিনয় করতাম। এখনও সেই টানে চলে আসি। আর অভিনয়ের ব্যাপারে দর্শক বলবেন। তবে অভিনয়কে কখনও রাজনীতি দিয়ে দেখি না।'

''মন ক্যামেরা'' সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ জানুয়ারি পশ্চিম পুটিয়ারির ৬০ বছরেরও বেশি পুরনো রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান সমাপিত হল তিওয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রশস্ত সভা ঘরে। এদিনের অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্বে সাহিত্য পত্রিকা 'মন ক্যামেরা'–র সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল আসরের বিশিষ্ট অতিথি কবি দীপ মুখোপাধ্যায়ের হাতে পত্রিকাটি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। পত্রিকাটি শ্রী মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলেন পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ রূপালি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কবি, লেখকদের পত্রিকাটিতে নিয়মিত লেখার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ (মাঙ্গলিকীর প্রধান উপদেষ্টা) ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। এটা ঘটনা, অল্প দিনের মধ্যেই 'মন ক্যামেরা' লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু গুণী লেখক কবির 'মন কেড়েছে'...

গান ও কবিতার ঝর্ণাধারায় মাতোয়ারা শীতের সন্ধ্যা

বিশেষ প্রতিনিধি : কাকদ্বীপের ১২ মাস সাহিত্য পত্রিকা এবং শ্রুতি অডিওর যৌথ উদ্যোগে কাকদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন প্রাঙ্গনে ১২ মাস সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশ এবং শিল্পী মানসী মাকড়–এর গানের অ্যালবাম 'মালতীর কুঞ্জবনে' প্রকাশিত হল ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের কবি ও সঙ্গীত শিল্পীদের এক আনন্দ সমাবেশ ঘটলো দীর্ঘদিন পর। ১২ মাস পত্রিকার পক্ষে কবি শান্তনু প্রধান এবং শ্রুতি অডিওর পক্ষে সঙ্গীত শিল্পী প্রসাদ মাকড় যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন। বিকেল ৪টে থেকে শুরু হয়ে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শ্রোতাদের মন ভরিয়েছে এই অনুষ্ঠান। রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন হওয়ার কারণে শ্রোতাদের একাংশ চলে গেলেও ক্রমাগত নতুন শ্রোতা এসে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন ভরিয়ে রেখেছেন।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে সুপর্ণা মিদ্যা। কবিতা পাঠ করেন মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৌগত প্রধান, তাপস মাইতি, পূর্ণেন্দু শেখর পন্ডা, অলক বেরা, অভিনন্দন মাইতি, দেবপ্রসাদ পুরকাইত, দীপক মাইতি, কবিরুল হক, নাগসেন, শরৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, তপন গিরি, সুনেন্দু পাত্র, বিধান চন্দ্র হালদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়ুয়া, শান্তনু প্রধান, সুবিমল জানা, প্রসূন মৌলে, মাহাবুব মোল্লা প্রমুখ। এই পর্বটি সঞ্চলনা করেন ওথেলো হক।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনায় বিশিষ্ট অতিথিদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি ও গবেষক রফিক উল ইসলাম, কবি ও অভিনেতা পরিচালক সৌমিত বসু, সুন্দরবন গবেষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপ্রবীর চক্রবর্তী, নিম্নবঙ্গ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট ব্রতচারী সংগঠক ও শিক্ষক শ্রী কানাইলাল ভাণ্ডারী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের সদস্য দেবাশিস মন্ডল। শিল্পী মানসী মাকড়–এর প্রথম আধুনিক বাংলা গানের অ্যালবাম 'মালতীর কুঞ্জবনে'–র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে এই অনুষ্ঠানে। প্রকাশ করেন কবি ও গবেষক রফিক উল ইসলাম। প্রথম অ্যালবামটি তুলে দেওয়া হয় কবি সৌমিত বসুর হাতে। ১২ মাস সাহিত্য পত্রিকার ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যারও আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ঘটে এই পর্বে। পরে উপস্থিত বিশিষ্ট জনেদের হাতে সংখ্যাটি তুলে দেওয়া হয়। সাংবাদিক প্রবীর চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১২ মাস পত্রিকার এক একটা সংখ্যার সম্পাদনা এক একজন সম্পাদক দায়িত্ব নেন এটাই পত্রিকার অভিনবত্ব। এতে পত্রিকার গুনমান বাড়ে। কিন্তু কবিতার কাগজে শুধু কবিতা না দিয়ে তার সঙ্গে কবিতা ও কবিতা বিষয়ক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ থাকলে পাঠকেরা আরও সমৃদ্ধ হবে। আজকের সাহিত্য আড্ডায় কবিদের প্রাধান্য অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু যেহেতু সাহিত্য আড্ডা সেক্ষেত্রে কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যমূলক আলোচনা, অনুগল্প বা নাটিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত হলে বোধহয় আড্ডাটা আরও জমতো। কেননা দুর্বোধ্য কবিতা সকলের পক্ষে সহজে বোঝা সম্ভব নয়, উপস্থিত প্রবীণ কবিরা যদি নবীন কবিদের কবিতা নিয়ে সামান্য আলোচনা করতেন সেক্ষেত্রে নবীনরাও তাদের কবিতা লেখার ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। রফিক উল ইসলাম, সৌমিত বসু, নাগসেন বা শান্তনু প্রধান–এর মতো অভিজ্ঞ কবিদের কাছে নবীনরা উৎসাহিত হতো। এছাড়াও এই কবিতার কাগজ ১২ মাসের অসাধারণ নামকরণের সার্থকতা বোধহয় বাড়তো।

কবি রফিক উল ইসলাম গুহা যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ের অন্তর্গত কল্পনার মানসী প্রসঙ্গ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কাব্যিক ভাষায় তুলে ধরেন। দুপার বাংলার সুপরিচিত এই কবি ও গবেষক ইদানীংকালে কবি সামসুল হকের সাহিত্য সম্ভার প্রকাশনার তাগিদে নিয়মিত এখানকার কবিদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ও ভালবাসায় প্রায়ই কাকদ্বীপে ছুটে আসেন সেকথাও জানাতে ভোলেন নি। মানসীর সুন্দর কণ্ঠ এবং অ্যালবামটির সযত্ন প্রয়াসের সাফল্য কামনা করে কবি রফিক উল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান।

এছাড়াও শুভেচ্ছা জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন কবি ও অভিনেতা সৌমিত বসু। তিনি তাঁর বক্তব্যে আজকের অনুষ্ঠানের দুই প্রধান সংগঠক সঙ্গীত শিল্পী প্রসাদ মাকড় এবং কবি শান্তনু প্রধানের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এও বলেন, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই এই প্রজন্মকে বৃহত্তর বাংলায় কাকদ্বীপের নাম উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কানাইলাল ভাণ্ডারী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মাননীয় সদস্য দেবাশিস মণ্ডল। পরবর্তী পর্বে শিশু শিল্পীদের তিনটি কোরাস গান পরিবেশিত হয়। খুদেরা তাদের কণ্ঠের জাদুতে উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। শিশু শিল্পীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করে দিলসন প্রধান, শ্রেষ্ঠা মাইতি, সমাপিকা মাকড়, সূচনা সামন্ত, নিভা দাস, অলিম্পিয়া মাইতি, ঋত্বিকা মণ্ডল, সুকন্যা মিদ্যা, সোনাদীপা প্রধান, কণিনিকা মাকড়। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বিমল চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের শুরুতে মানসীর প্রথম অ্যালবামের সাফল্য কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি পরবর্তী সময়ে মৌলিক গানের অ্যালবাম সৃষ্টির পরামর্শ দেন। একটি ভজন এবং মান্না দের কয়েকটি গানে তিনি প্রকৃত অর্থেই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন সুরের ঝর্ণাধারায় ভরিয়ে তোলেন। বাচিক শিল্পী দেবাশিস মান্না দুটি রবীন্দ্র কবিতা এবং একটি প্রেমেন্দ্র মিত্র–এর কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর সুনামের ধারা এদিনও বজায় রাখেন। নৃত্য পরিবেশন করেন বসুন্ধরা দাস। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বসন্ত বিকাশ দাস, স্বপন হালদার, সায়ন্তনি ধর, শীলা পাত্র প্রমুখ শিল্পীগণ। শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনে এদিন যোগ্য সঙ্গত সহযোগিতা করেন, সুচিব্রত ভূঞ্যা, প্রসাদ মাকড়, নবকুমার মল্লিক, বুদ্ধদেব সাউ, রথীন পাল, প্রণব সিংহ এবং উদীয়মান যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত–ব্যবস্থাপক পল্লব চক্রবর্তী। আবৃত্তিকার অনির্বাণ বিশ্বাসের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের মূল পর্বের সঞ্চালনা করেন দেবদুলাল পাঁজা।

গ্রামীণ পোড়ামাটি শিল্পের সম্ভার কলকাতায়

শ্যামল দত্ত

প্রায় ৪০০ বছর আগে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ''দেবীর বরে কালকেতু স্থাপিলা গুজরাট নগরী''। বাঙালি কবি মুকুন্দরামের গুজরাট নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। আমরা আপাততঃ হাতে পাচ্ছি হাওড়া জেলার বাগনান থানার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত এক 'গুজরাট' নামে গ্রামের সন্ধান। যে গ্রামটি ছ'আনা, পাঁচ আনা, দু'আনা আর তিন আনায় বিভক্ত। ছ' আনার নামেই ছয়ানি। এখন তার বৈশিষ্ট্য হল ভাস্কর্য আর টেরাকোটায় শিল্প সম্ভার। এই গ্রামের প্রথম শিল্পী পঞ্চানন কর ওরফে শিশির কুমার কর প্রয়াত হয়েছেন। দ্বিতীয় শিল্পী মুকুন্দ করও প্রয়াত হয়েছেন। এখন গ্রামে আছেন পরেশ কর, সনৎ কর ও তপন কর। মুকুন্দ করের দুই পুত্র অমল ও অমিত শিল্পী হলেও তাঁরা চলে গিয়েছেন গ্রাম ছেড়ে শহরে। একজন ইন্দোর ও একজন উত্তরপাড়ায়।

তপন করও চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। সরকারি স্কুলে প্রায় ৩৪ বছর শিল্প শিক্ষকের চাকরি শেষ করে ফিরে এসেছেন ছয়ানি গুজরাট গ্রামেই। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি পেয়ে গিয়েছেন মুকুন্দ করের দুই মেয়ে ডলি আর পলিকে। তার সঙ্গে ডলির মেয়ে পিয়ালিকে। আর গত ১০ বছর ধরে সবিতা মান্না তো আছেনই। সাকুল্যে হল চার জন। পরেশ আর সনৎকে এই দলে ধরা হচ্ছে না, কারণ তারা সরস্বতী, কালী ইত্যাদি প্রতিমা নিয়ে ব্যস্ত। ছয়ানিতে গড়ে উঠল মূলতঃ বৌমাদের দল মৃত্তিকা। কুলগাছিয়াতে থাকলেন ছোট্টু ধাড়া। গত জুলাই আগস্ট মাসে তপন করের কুলগাছিয়ার স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুরুসদয় মিউজিয়ামের উদ্যোগে ২৫ দিনের একটি ওয়ার্কশপ। সেখানে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এল পিয়ালি। এদিকে গ্রামেরই উৎসাহী যুবক সুকুমার মানিকের উদ্যোগে এসে জড়ো হল বাসন্তী বেরা, অনিমা মাইতি, রূপা ভূঞে, মাধবী ঘোড়ই, দীপালি চক্রবর্তী, বর্ণালী চক্রবর্তী, মৌসুমী খাঁ, সবিতা পাল। তাহলে দলটা বেড়ে দাঁড়াল ১২ জনের। গুণগত মানে সকলেই সমান নন অবশ্যই। কিন্তু ১২ জনের প্রত্যেকেই নিয়ম মেনে প্রতিদিন বসছেন কাজে। মাথার উপর আছেন তপন কর। কাজ তো কিছু হবেই। হলও। হয়ে চলেছে বিচিত্র পোড়ামাটি শিল্পের পসরা।

ব্যাপারটা নজরে এল সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর। তিনি উদ্যোগ নিলেন এঁদের কাজ কলকাতার রসিক মহলে পৌঁছে দেবার। তার আগে একদিন তিনি চলে গেলেন বাগনানের কাছে ছয়ানি গুজরাট গ্রামে। সব দেখে শুনে তিনি প্রায় আবিষ্কারের আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। ফেসবুকেও পোস্ট করলেন। ডাকলেন প্রখ্যাত ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান, মানিক তালুকদারকে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডীন শিল্পী পার্থপ্রতিম দেবকে। এঁদের উপস্থিতিতেই শুরু হবে মৃত্তিকার প্রথম প্রদর্শনী আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫–৩০ টায়। ১০, দেশপ্রিয় পার্ক (পশ্চিম)–এর 'সিএফএ' গ্যালারিতে চলবে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৩–৭টা পর্যন্ত।

জীবন দর্শন

যে কোনও কিছুর আশাই সেবাকে কলুষিত করে

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

বছর বছর স্বামীজীর জন্মদিনটিকে বিবেক উৎসব বলে প্রতিপালিত করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে কি? স্বামীজীর প্রকৃত আদর্শ সম্পর্কে পঠন পাঠন হচ্ছে না আর হলেও তা বিকৃতভাবে হচ্ছে— শুধুমাত্র জীবসেবার কথা স্বামীজী বলেননি, বলেছেন শিবজ্ঞানে জীব সেবা। প্রত্যেকটি কথার গভীর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। শিবজ্ঞানে জীবসেবা, শিবকে আগে জানতে হবে, সত্যম শিবম সুন্দরমকে আগে বুঝতে হবে। তাকে যদি প্রকৃতভাবে না জানা যায়, তবে জীবসেবার নামে সমাজে অনাচারে ব্যাভিচারে ভরে যাবে। সত্যম শিবম সুন্দরমকে, সদ–চিৎ–আনন্দমকে জানতে হবে প্রকৃত অর্থে। সত্যম বা সত্য বস্তু কি— যার কোনও ক্ষয় নেই, চির ভাস্বর, চির নবীন, যার মৃত্যু নাই, জন্মও নেই, সে আমাদের চেতনা, চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, যা আমাদের জড় শরীরে থাকলে আমরা চেতন, না থাকলে জড়বস্তু। সেই হল একমাত্র সত্য বস্তু। একমাত্র সৎ বস্তু। সেই আত্মাকে আমাদের জানতে হবে। আত্মার সাথে আমাদের শরীরের যে সম্বন্ধ, তা জানতে পারলে আমরা সুখ দুঃখের উর্দ্ধে উঠে প্রকৃত মানব সেবা করতে পারব।

সত্য বস্তু, সৎ বস্তু— শুধু আত্মা তাকে ভালভাবে জানতে হবে। তাকে ভালবাসতে হবে। সেই আত্মাকে জানলে তবেই শিবজ্ঞানে জীবসেবা হবে। সেই সত্য বস্তু সম্বন্ধে শ্রীমদভাগবৎ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশদভাবে বলেছেন— আমাদের দেহের চেতনার উৎস এই দেহী বা আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, এর সৃষ্টি হয় না, বিনাশ হয় না, তার উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য, সত্য পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার কোনও বিনাশ নেই। গীতার ২/২০ শ্লোকে সে কথা বলা হয়েছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতঃ অয়ম পূরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

জীবের সেবা করতে যাবার আগে সেই সত্য বস্তুকে আগে জানতে হবে। আত্মোপলব্ধি হতে হবে, তবেই সত্য সত্যই জীবসেবা করতে পারবেন। আপনি ইলেক্ট্রিকের কাজ না জেনে ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি হলে বিপদ আসবেই।

যে কোন বিষয়ে ভালভাবে কাজ শিখে পড়াশোনা করেই তবে সেই কাজ হাতে নিতে পারেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা শিবকে আগে জানতে হবে। সত্যকে আজে বুঝতে হবে। সৎকে আগে অনুভবে আনতে হবে। বুঝে জেনে তবেই জীবসেবার কাজে হাত দিন। তা না হলে জীব সেবা বিপত্তির কারণ হতে পারে। সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপী শিব আছে তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে হবে। শিবম অর্থে পরম মঙ্গলময়। তিনি কে? তিনি স্বয়ম শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম করবে কিন্তু কর্মের ফলের আশা করবে না। কর্মের বা যজ্ঞের ফলদাতা অন্য কেহই নয়। সে কথা গীতায় ২/৪৭ তে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম ফল হেতু র্ভূ মা তে সঙ্গোহত্বকর্মানি।।

জীব সেবার কৌশল না জানলে জীবসেবা করেও আপনার দুঃখ আসতে পারে। সেবার বিনিময়ে যদি তার কাছে কিছু পেতে চান তবে সেই সেবা দুঃখের কারণ। আমরা ভাগবৎ সেবা করি। সেটা নিঃস্বার্থ হতে হবে। যদি না হয় তবে সেই সেবা আপনার দুঃখের কারণ হতে পারে।

ভগবানের সেবা করলাম আর বললাম ভগবান আমায় টাকা দাও, আমার ছেলের চাকরি দাও যখন ভগবান দিল না তখন বললাম এত করে ভগবানের পুজো দিলাম কিন্তু ভগবান আমার কোন কথা শুনলো না। তবে তাকে ডেকে লাভ কি? যে কোনও মানুষকে আপনি উপকার করলেন সে আপনার বিপদে পাশে দাঁড়ালো না তখন দুঃখ হবে রাগ হবে, তাই সেবার কৌশল জানতে হবে। কর্মের কৌশল জানতে হবে নতুবা জীব সেবা করেও দুঃখ পেতে পারেন ও কর্মের ফল চাইলে আপনি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হবেন ও দুঃখ পাবেন তাই শিব অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়ের বিষয় বা তাকে আগে জানতে হবে। তাকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করা শিখতে হবে। গীতায় ভগবান এক জায়গায় বলছেন—

যুক্ত কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্টিকিম্।
অযুক্ত কামকারেন ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।

মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। কর্ম ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে বা সকাম কর্ম করলে মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে ও কর্মের দুটি ফল ভাল ও মন্দ দুটি ফলই তাকে ভোগ করতে হবে। তাই জীবনে কখনও সুখ ও কখনও দুঃখ আসে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম ভোক্তা। তিনিই হচ্ছেন পরম মঙ্গলময়। কার্য কারণ ভেদে তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই শিব। প্রকৃত পক্ষে তাকে সেবা করা শিখলে তবেই আপনি জীবসেবা করতে পারবেন শিবজ্ঞানে জীব সেবা শুধুই জীব সেবা নয়।

সেবার মূল উদ্দেশ্য আনন্দ আহরণ করা। জগতে সবাই সেবার ব্রত নেন তারা সবাই আনন্দ পাবার জন্য। সেবার মাধ্যমে আনন্দ আহরণ করতে চায়।

প্রতিটি জীবের মধ্যে শিব আছে। প্রতিটি জীবের অন্তরে আত্মারূপ ভগবান অবস্থান করছে। প্রতিটি জীব ঈশ্বরের সন্তান আমরা সবাই সেই পরম প্রেমময়, পরম মঙ্গলময়ের সৃষ্টি। এই ভাবনা পূর্ণরূপে যতক্ষণ না অনুভব হবে ততক্ষণ জীব সেবার নামে কেবল নিজের স্বার্থচরিতার্থ করা হবে প্রকৃত জীব সেবা হবে না।

গীতায় ভগবান বলছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং। স যোগী পরমো মতঃ।।

যিনি সমস্ত জীবের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলে অনুভব করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী সেটা স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন। জীবের দুঃখ দেখে তার হৃদয়ের অন্তরাত্মা ক্রন্দন করতো, তিনি বুঝেছিলেন সেই পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর আমার হৃদয়ে যেমন আছে সকল জীবের হৃদয়েও আছে। তাই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, শূদ্র ভারতবাসী সবাই আমার ভাই। সকল জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি জানতে পেরে বুঝতে পেরে তিনি ওই কথা বলেছিলেন।

শীতকালে দরিদ্র মানুষকে একটা কম্বল দিলাম, বা কিছু দরিদ্র ছেলেদের স্কুলের বই দিয়ে প্রচার করলাম আমি দিয়েছি আমি দান করেছি বলে গর্ব অনুভব করছি, এটা জীব সেবার নামে ব্যবসা করা হচ্ছে। শিব জ্ঞানে জীবের সেবা হচ্ছে না বা জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা হচ্ছে না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তারই সেবা করছি, বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না।

ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে চাইলে আগে ঈশ্বরকে জানতে হবে। তাকে অনুভবে আনতে হবে তবেই জীব সেবা সার্থক হবে। তবেই নিঃস্বার্থ সেবা হবে সেবার বিনিময়ে কিছু চাওয়াটা স্বার্থ জড়িত সেবা।

গীতার ভগবান বলছেন—

বিদ্যা বিনয় সম্পন্যে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শনঃ।।

সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হল জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জন করলে আপনি একটা কুকুর, একটা গরু, একটা হাতী, একজন চণ্ডালকে আলাদা করতে পারবেন না। যথার্থ জ্ঞানী দেহজাত জড় গঠনের ভেদগুলি দেখে না। সে জীবের অন্তরে অন্তরাত্মারূপ ঈশ্বরকে দেখে। এই ভাবনার মাধ্যমে যখন আপনি জীব সেবা করতে থাকেন একটি জীবকে ভালবাসবেন আর একটি জীবকে হত্যা করে তার মাংস খাবেন, এটা জীব সেবা নয়। সকল জীবকে প্রকৃত ভালবাসা দিয়ে জীব সেবা করলে তবে জীব সেবা সার্থক হবে। তখন আনন্দ পাবেন। নতুবা জীব সেবা, মানব সেবা ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির সেবা হবে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের মত। তোমাদের কম্বল দিলাম, আমায় ভোটটা কিন্তু দিও। নচেৎ তোমার ঘরবাড়ি জ্বলবে।

স্বামীজীর কথাগুলি কিভাবে সমাজে বিকৃত রূপ নিচ্ছে মানুষের কথা শুনলে বোঝা যায়। জীবসেবা করলে ঈশ্বর সেবা হবে এটা মূল কথা নয়। মানুষের ভিতর ঈশ্বর আছে তার মানে মানুষ ঈশ্বর নয়। কিন্তু আমরা বলে বেড়াচ্ছি ঈশ্বর বলে কিছু নাই মানুষই ঈশ্বর। এইভাবে সমাজে বিকৃত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কোনও মহামানব ঈশ্বর নেই একথা বলেন নি। কিন্তু বর্তমান সমাজের শিক্ষা হল ঈশ্বর বলে কিছু নাই, মানুষই ঈশ্বর।

এই ভুল তত্ত্বের শিক্ষার ফলে সমাজে অনাচার ব্যাভিচারে ভরে যাচ্ছে। মানুষ যদি ঈশ্বর হয় তবে মেঘ সৃষ্টি করুক। মানুষ যদি ঈশ্বর হয় ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সাইক্লোন বন্ধ করুক। না মানুষ তা পারবে না। মানুষ তার মৃত্যুকে রোধ করুক, না তা পারবে না। মানুষ একটি সূর্য ও সূর্যমণ্ডল তৈরি করুক চাঁদ তৈরি করতে পারবে না। তবুও আমরা বলব মানুষই ঈশ্বর। আসলে মানুষ ঈশ্বর নয় মানুষ ঈশ্বরের অংশ। সমুদ্রের থেকে এক শিশি জল নিয়ে বললাম এই দেখ একটা সমুদ্র, কেউ বিশ্বাস করবে না। এটা ভুল তত্ত্ব। ঠিক তেমন মানুষ ঈশ্বরের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ। যেমন সোনার আংটি আর সোনার খনি এক নয়। পিতার সকল গুণ যেমন পুত্র পায় না। যদি জিন পরীক্ষা দুজনের মধ্যে একই জিন (ক্রোমোজোম) পাওয়া যায়। সকল মানুষ আমরা পরম পিতার সন্তান অমৃতস্য পুত্র – আমরা কেহই ঈশ্বর নই। আমরা সবাই সেই পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের সন্তান। জ্ঞান আহরণ করে যদি জীব সেবার পথে অগ্রসর হয়, তবেই প্রকৃত জীব সেবা হবে। নতুবা জীব সেবার নামে সমাজে ব্যভিচারিতা, স্বার্থপরতা জীবসেবার নামে পক্ষপাতিত্ব হবে। আজ আপনি যাকে সেবা করলেন কাল সে হয়ত ভুলে যাবে। হয়ত আপনাকে কিছু কটু কথাও বলবে। তখন দুঃখ পাবেন। কিন্তু যখন সবাই আমরা ভাববো আমাদের সবাইয়ের মাঝে শিব বিরাজ করছেন। সবাই আমরা সেই পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের সন্তান। তখন আমরা কাউকে অবজ্ঞা করবো না। কাউকে মিথ্যাভাবে কারাগারে পুরবো না। আমরা সবাই সেই পরম মঙ্গলময় সেই পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান। সবাই আমার ভাই, আমি মানুষের সেবা করিনি আমি ভগবানের সেবা করেছি। এই ভগবান জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবাইয়ের মাঝে আছেন। তা আমাদের অনুভূতির স্তরে নিয়ে যেতে হবে। তবে প্রকৃত জীব সেবা হবে। তবে সমাজে হানাহানি মারামারি সব বন্ধ হবে। সমাজ সুন্দর সুখী হবে ও শিবজ্ঞানে জীব সেবা সার্থক হবে।

স্বামীজীর জন্মদিনে বিবেক উৎসব হল। স্বামীজীর কিছু প্রবচন মিছিলে সভাতে আলোকিত করা হল ব্যস এই পর্যন্ত। তার শিক্ষাকে বিকৃত না করে আমাদের পঠন পাঠনের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। প্রকৃত জীব সেবা শিবজ্ঞানে জীব সেবা, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছে আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের মধ্যে সতিই কোনও ভেদ নাই এই ভাবনা শিক্ষার মাধ্যমে বিকাশের দরকার। ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি। ঈশ্বর সর্বজীবের মধ্যে আছেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছে। সকল জীবকে তখনই কেবল শিবজ্ঞানে জীব সেবা সম্ভব। নতুবা নয়, সত্যম শিবম সুন্দরমের জয় হোক, শিব জ্ঞানে জীব সেবকদের জয় হোক।

ভেটারেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

মলয় সুর

বাঙালির কাছে মাছের ঝোল আর ভাতের পরেই স্থান ফুটবলের। বিশ্ব সেরা এই খেলাটি বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গে জড়িয়ে আছে। ফুটবলের মতো আর কোনও খেলাতেই রঙের এত পরিবর্তন হয় না। পুরানো সেই দিনের সোনালি বিকেলগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। এই স্মৃতি কাতরতায় ডুবে থাকা প্রবীণ প্রজন্মের ফুটবল খেলার সুযোগ ঘটল বৈদ্যবাটিতে। হুগলির বৈদ্যবাটি চল্লিশোর্ধ প্রবীণদের পরিচালনায় ৭ ফেব্রুয়ারি ভেটারেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট বৈদ্যবাটি স্টেশনের কাছে বান্ধব সমিতির মাঠে শুরু হল। নক আউট পর্যায়ের টুর্নামেন্টে ৫ মার্চ সেমি ফাইনাল এবং ৬ মার্চ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১২টি দল অংশগ্রহণ করছে। সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য সোমনাথ কোলে বলেন, এই ধরনের ভেটারেন্স ফুটবল প্রতিযোগিতা জেলাতে প্রথম। বাংলার ফুটবলকে জনপ্রিয় ও উৎসাহিত করে তুলতে এই উদ্যোগ। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ভারতীয় দলের ফুটবল তারকা রহিম নবি। প্রথমদিন মানকুন্ডু বলাকা স্পোর্টিং ১–০ গোলে জয়লাভ করে। খেলায় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন বলাকার অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয় অমিত। একসময় অমিত কলকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিশনের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। যেন ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদের যৌবন দিনগুলিতে। অসাধারণ ড্রিবল, পাস, পাঞ্চ। বয়স ও শরীর কিঞ্চিৎ বাধ সাধলেও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁরা ফুটবলের কাছেই আছেন। বিশেষ করে বলাকা ক্লাবের গোলকিপার মহম্মদ নবাবের গোলকিপিং অসাধারণ। এদিন উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অরিন্দম গুঁইন, কাউন্সিলর প্রবীর পাল সাংবাদিক বীরু বসু সহ অতিথিগণ।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গড়িয়া ২ নম্বর মিডিল ব্লকের আমরা কজন ক্লবের পরিচালনায় আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার এক দিবারাত্রি নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ২৪টি দল অংশগ্রহণ করবে বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এলাহাবাদ থেকে ভলিবল খেলে ফিরল সিউড়ির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নয়ন সিউড়ি চন্দ্রগতি বিদ্যালয়ের ছাত্র। নয়নের বাবা সুবোধচন্দ্র ঘোষ সরকারি কর্মী। আদিবাড়ি টাংশুলি গ্রাম হলেও নয়ন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে সিউড়িতে থাকে। সে সিউড়ির ডিএসএ ক্লাবে কোচিং নিত। নয়ন রাজ্যের হয়ে এলাহাবাদে খেলে আসায় উচ্ছাসে ভাসছে গোটা বীরভূম।

সেরা অরিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাত থেকে নয় বছর বয়সি ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে সেরা হল বীরভূমের অরিত্র দেব রুজ। অরিত্র দুবরাজপুর শহরের সাত নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বাবা সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে কপি রাইটারের কাজ করেন।অরিত্র ইউথ কর্নারে নিজের ইচ্ছায় ক্যারাটে শিখত! অরিত্র রাজ্যে সেরা হওয়ায় জেলা জুড়ে খুশির হাওয়া।

ক্রিকেট ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দন–নগর আদালতের ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি চন্দননগর মেরী পার্ক মাঠে এক প্রীতি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় তিনটি দল অংশ নেয়। ফাইনালে চন্দননগর কোর্ট অফিসিয়াল ৭ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান তোলে। অপরদিকে ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন ৭ ওভারে ২ উইকেটে ৮০ রান করে। এদিন কোর্ট অফিসিয়াল ১৮ রানে জিতে বিজয়ী হয়।

ম্যান অব দি ম্যাচ হন উজ্জ্বল সর্দার। ম্যান অব দি সিরিজ বিচারক জয় শংকর রায়। সেরা বোলার কৌশর আলি। প্রতিযোগিতাটি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল উত্তেজনায় ভরা। আইনজীবী, বিচারক ও কোর্ট উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী। স্থানীয় বিধায়ক অশোক সাউ, সরকারি মহিলা আইনজীবী অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী। কাজের বাইরে সকলেই ছিলেন খোশ মেজাজে।

রাজীবকে ঘিরে স্বপ্ন রাজ্য বাস্কেটবলে, তবু কেউ পাশে নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার বাস্কেটবলে ইতিমধ্যেই সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান ছেলে শেওড়াফুলির রাজীব ভকত একটি উজ্জ্বল নাম। কলকাতা ময়দানে নানা ধরনের খেলার মধ্যে অন্যতম বাস্কেটবল খেলা হয় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল সংস্থার মাঠে। এই খেলায় বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। অর্থাৎ জেলাস্তরে তেমনভাবে প্রসার না হওয়াতেই এই ছন্দপতন। খেলাধূলায় বেশি আগ্রহী হয় জেলাস্তরের ছেলেমেয়েরা। কারণ হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বোলপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গার ছেলেমেয়েদের বেশি করে বাস্কেটবল খেলতে দেখা যায়। রাজীব এখনও পর্যন্ত রাজ্য, জাতীয় যুব ন্যাশনাল ও সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

তাঁর প্রথম হাতে খড়ি ১৯৯৯ সালে শেওড়াফুলি তরুণ ব্যায়াম সংঘ ক্লাবে। সেখান থেকে ২০০২ সালে বাংলার হয়ে পন্ডিচেরিতে সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সে। এরপর ২০০৪ সালে রাজস্থানে যুব ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেয়। ২০০৫ এ রাজস্থানের জয়শলমীরে আয়োজিত যুব ন্যাশনালে খেলতে যায়। বাংলা দলের অধিনায়ক হিসাবে। সেখানে রাজীব সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হয়। রাজীবের সাফল্যের রথ চলতে শুরু করে সাব জুনিয়র গেমস দিয়ে। বাবা রামনিবাস ভকত শেওড়াফুলি বাজারে সবজি বিক্রি করেন। তবে বাস্কেটবলে আসা পুরোপুরিই বাবার উৎসাহে। আর্থিক অনটনে 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' এমনই পরিবারের অবস্থা। তবুও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিল বলেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে রাজীব। এরপর ২০০৮–এ ইস্টজোন ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতা উত্তরপ্রদেশের বেনারস হিন্দু মালব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে পাঞ্জাবের জলন্ধরে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে সাড়া ফেলে দেয় রাজীব। ২০১১ সালে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে জাতীয় সিনিয়র বিভাগে জায়গা করে নিয়ে বাংলাদলকে তাঁর পারদর্শীতায় বড় জায়গায় পৌঁছে দেয়। সেই থেকেই একের পর এক সাফল্য এবং ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছে সে। রাজীবের মনে কিন্তু কোনওরকম আনন্দ নেই। কারণ বাবার অর্থনৈতিক সমস্যা অনেকটাই তাঁকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। অতি কষ্টে সংসার চলছে। তবুও তাঁর নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং বড় হওয়ার প্রবণতা আটকে রেখেছে খেলার মধ্যে। তবে রাজীব তাঁর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, তাঁর একটা চাকরি শীঘ্রই প্রয়োজন। সরকারি সাহায্য তার ভীষণ প্রয়োজন। একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ওর মধ্যে সবসময় কাজ করে। তবে বাংলার বাস্কেটবল খেলোয়াড় রাজীবের দৌড় শুধু পদক জেতার নয় জীবন সংগ্রামেরও।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ চন্দননগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হুগলি জেলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা ৭ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) চন্দননগরে সারাদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় এতে ২০টি বিভিন্ন ক্লাবের ১৫০ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পরিচালনায় চন্দননগর সবুজের অভিযান ক্লাব। এদিন মহিলাদের ক্যারাটেতে ৪০ কেজি ওজনের শিবাং শেঠ প্রথম হয়ে সোনা ও শংসাপত্র জিতেছে। অন্যদিকে ছেলেদের ৪০ কেজিতে রূপেশ চৌধুরী দ্বিতীয় ও শামিম আহমেদ প্রথম স্থান হয়।

এছাড়া মেয়েদের ভার্গী ভার্মা ও ৪০ কেজিতে দ্বিতীয়, প্রতীচি ঘোষ দ্বিতীয়। ৪৫ কেজিতে অনুরাধা প্রসাদ তৃতীয়, প্রিয়াঙ্কা সরকার একই বিভাগে প্রথম হয়ে সোনার মেডেল অর্জন করেন। অনুরাধা প্রসাদ তৃতীয় হয়। তবে সর্বসাধারণ বিভাগে ধনঞ্জয় প্রসাদ দ্বিতীয় ও রহিত শর্মা পেয়েছেন প্রথম স্থান। রূপেশ চৌধুরী ৪০ কেজিতে দ্বিতীয় হয়। তবে চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন হয় চন্দননগর দল। প্রশিক্ষক দেবানন্দ শেঠ জানিয়েছেন, এই ক্যারাটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিদের আক্রমণাত্মক পারফরম্যান্স ভাল হবে। প্রতিযোগিরা চেষ্টা করে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার তবেই শীর্ষে ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলোকে পোক্ত করে রাখতে পারবে। এদিনই সিনিয়ারদের ক্যারাটে প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় স্কুল গেমসে সোনা মহেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য সমাপ্ত ৬১ তম জাতীয় স্কুল গেমসে অংশ নিয়ে কেরলের কালীকটে কাচিভারি স্টেডিয়ামে ৬০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক জিতল বাংলার মহেন্দ্র সরকার। সে চন্দননগরের নাড়ুয়া শিক্ষানিকেতনের নবম শ্রেণির ছাত্র। বাবা রঞ্জিত সরকার হিন্দমোটর বাজারে সবজি বিক্রি করেন। মা অলকা সরকার গৃহবধূ। পাঁচ বোন এক ভাইয়ের মধ্যে মহেন্দ্র ছোট। চুঁচুড়ার আইমাডাঙ্গায় ছিটেবেড়ার দেওয়াল আর টালির ছাউনির বাড়ি। পরিবারের এমন করুণ অবস্থার মধ্যেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিল মহেন্দ্র। সে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের হাতপাতাল মাঠে প্র্যাকটিশ করে। এই ক্লাবের কোচ কাশীনাথ অধিকারির কাছেই সে ছোট থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। সেই জন্যেই বাড়ির কাছে নাড়ুয়া শিক্ষানিকেতনে ভর্তি হয় সে। বর্তমানে অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষক কাশীনাথবাবুর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭২ জন। মহেন্দ্র ৬০০ মিটার দৌড়ে সময় নেয় ১ মিনিট ২৭.৪২ সেকেন্ড। বাংলার হয়ে একমাত্র পদক জয়ী ১৫ বছরের মহেন্দ্র এরপর গত ৫ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দুটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে সফল হয়। সেখানে ৮০০ মিটারে দ্বিতীয় ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছে মহেন্দ্র। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে বিশাখাপত্তনমে চন্দননগর জেলা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে সে ৬০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করে। এরপরে ওই বছরের নভেম্বর মাসে সল্টলেকে ৬৫তম ওয়েস্ট বেঙ্গল ওপেন অ্যাথলেটিক্সে চন্দননগরের হয়ে ৬০০ মিটারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তার পাশে রয়েছে চন্দননগর নাড়ুয়া শিক্ষানিকেতনের শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারি প্রধান শিক্ষক তন্ময় ঘোষ, গেম টিচার নিমাই বিশ্বাস, দেবব্রত সিংহরায়, শিশির বিশ্বাস, আলেখ্য বসু চক্রবর্তী তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চন্দননগর ক্রীড়া সংস্থার সচিব বামাপদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন মহেন্দ্র কৃতি সন্তান, খুবই গরিব ঘর থেকে উঠে আসছে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

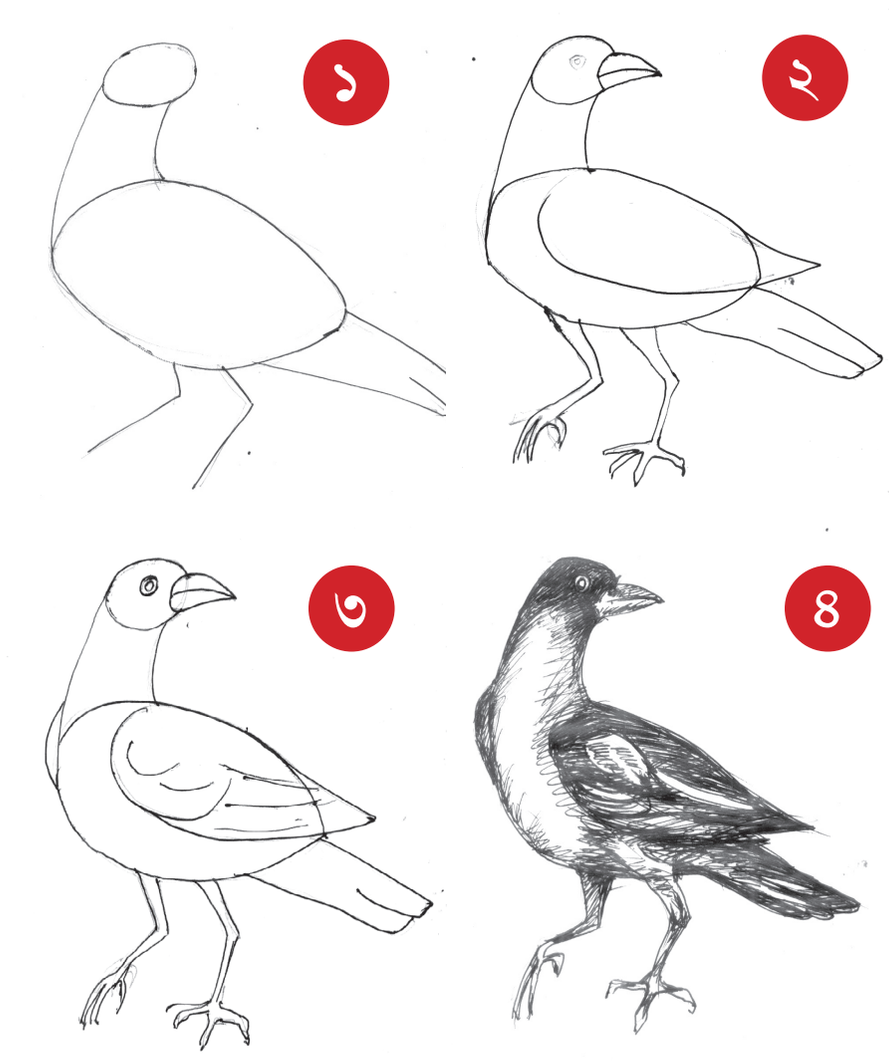

থ্যাঙ্কু

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

লন্ডনে যাইবার পূর্বে অপূর্বকে বলা হইয়াছিল যে ইংরেজ জাতি অত্যন্ত সভ্য এবং মার্জিত রুচি সম্পন্ন। উঁহারা সুযোগ পাইলেই পরস্পরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং অপূর্ব যেন সে দেশে যাইয়া তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, লন্ডনে পৌঁছাইয়া অপূর্ব শত চেষ্টা করিয়াও সেরূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইল না।

কোনও দ্রব্য ক্রয় করিবার পূর্বে অপূর্ব মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইত, কাহার পর কী বলিবে বা করিবে। একদিন একটি কেক ক্রয় করিবার সময় মনস্থির করিল, কেকটি হাতে গ্রহণ করিবা মাত্র সে বলিবে, থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু। কিন্তু, দোকানের সুন্দরী মহিলাটি কেকটি তাহার হাতে দিয়াই বলিয়া ফেলিল, থ্যাঙ্কু। অপূর্বর মনে হইল, সে যেন পরাজিত হইল। তবু সে জোর করিয়া কহিল, থ্যাঙ্ক ইউ। তাহাতে সুন্দরীটি তাহার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিল মাত্র। তাহাতেই অপূর্বর মনে হইল সে পৃথিবী জয় করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজ সম্বন্ধে অপূর্ব আর একটি তথ্য জানিয়াছে যে তাঁহারা সহজে কাহারও সহিত কু–ব্যবহার করে না। অফিসের ভিড়ের সময় একদিন অপূর্বকে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে (ওখানকার মেট্রোতে) উঠিতে হইয়াছিল। সেদিন এত প্রচন্ড ভিড় ছিল যে তাহার শরীরের কিয়দংশ কামরার বাহিরে ছিল বলিয়া কামরার দরজাটি বন্ধ হইতে ছিল না। বলপূর্বক অন্দরে প্রবেশ করিতে গিয়া সে এক মহিলার পা মাড়াইয়া ফেলিল। মহিলাটি তাঁহার পা সরাইতে সরাইতে কহিল, সরি! অপূর্ব এমন অপূর্ব সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সে তৎপর হইয়া বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রিয়া হালদার, দশম শ্রেণি, মাল্টিপারপাস গভঃ গার্লস স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com